



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 51 Issue • 22 February, 2022, Tuesday • ৯ ফাল্গুন, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

উপনির্বাচন ২৮ এপ্রিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মাস দুই পর নতুন বছরকে যখন স্বাগত জানানো হচ্ছে ‘এসো হে বৈশাখ’ গুণানুনিয়, কিংবা পয়লা বৈশাখ মাস ভাত নয় একটু ডিম ভাতের চেষ্টা রোগা শ্রমিকের ঘরে, তখন রাজ্যে উড়বে ভোটের শ্লোগানও, সাথে হয়ত রাস্তার ধার থেকে প্রতি রাতে পতাকা উড়ে নেওয়ার কর্মসূচি। চার বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে ২৮ এপ্রিলে। ঘোষনা আসছে শিগুগিরই। সাংঘাতিক কোনও উলট-পালট না হলে সেই দিনেই উপনির্বাচন হবে আগরতলা, বড়দোয়ালি, যুবরাজনগর ও সুরমা বিধানসভা আসনে। বহুদিন দলে থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করে নেতৃত্ব বদলাতে না পেরে শাসক দল ছেড়ে তিন বিধায়ক চলে যাওয়ায় তিনটি আসন শূন্য হয়ে পড়েছে। আরেকটি আসনে সিপিআই(এম) বিধায়ক মারা গেছেন। আগরতলা কেন্দ্রের পাঁচ বারের বিধায়ক, চারবার কংগ্রেস থেকে, একবার

বিজেপি থেকে, সুদীপ রায় বর্মণ দল ছেড়েছেন এই মাসের প্রথম দিকে। তার সাথে দল ছেড়েছেন বড়দোয়ালির তিন বারের বিধায়ক আশিস কুমার সাহা দুই বার কংগ্রেস থেকে, একবার বিজেপি থেকে জিতেছেন। তাদের আগে

প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেশ কুমার নাথ মারা গেছেন, সেই আসনেও উপনির্বাচন হবে। মোটামুটি ৪৪ দিন আগে কোনও আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে, তা শেষ করতে। ভোটের তালিকা বের করা থেকে শেষ পর্যন্ত দেড়মাস দরকার।

দেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের পদ গেছে। আশিস দাস’র ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ঘটনা হয়েছে, কতদিন বিধায়ক পদে থাকলে পেনশন পাওয়া যাবে, সেই সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে বিধায়ক পদ থেকে খারিজ করার আগে। আর ব্যকুতে দেববর্মার পদ যাচ্ছেই না। এখন তার বিধায়ক পদ খারিজ করাকে ট্রাম্প কার্ড করে উপনির্বাচনের সময়ে বেশ-কম করার চেষ্টা হতে পারে। সুত্রের খবর, এপ্রিলের ২৮ তারিখ দেশের আরও অন্যান্য উপনির্বাচনের সাথে ত্রিপুরায়ও অন্তত চার আসনে উপনির্বাচন হবে। রবিবার রাতে লম্বা মিটিং হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়িতে সরকার ও দল মিলে গিয়ে কাজ করার বিষয়ে সেখানে কথা হয়েছে। সাধারণ ভোটের বাকি বছর খানেক, সেই সভায় জনপ্রতিনিধিদের সোসাইটির জন্য তাদের কী দায়িত্ব তা বলা হয়েছে। এক মন্ত্রী-সহ বিজেপি’র অনেকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি পদ থেকে সরে যাওয়ার জন্য ডাঃ মানিক সাহাকে চিঠি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পেঁচারথলে বিদ্রোহের সুর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শান্তনা চাকমা’র এলাকায়ও বিদ্রোহ ও হতাশা’র সুর। পেঁচারথলে যুব মোর্চার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও তাদের শক্তি কেন্দ্রের ইন-চার্জ, সাধুনা চাকমা’র কাউন্সিল এজেন্ট সোহম চাকমা দলের ও বিজেপি সরকারের প্রতি



ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি সিপিআই(এম) বিরোধিতা করে বিজেপি’র সাথে মিশেছিলেন। বিজেপি মাথায় প্রতিজ্ঞা দিয়েছে, সরকার থেকে অরাজকতার রাস্তায় চলছে, মানুষকে অবমাননা করছে। তিনি আত্মন করেছেন যে মানুষ যেন বিজেপি’র সদ ছেড়ে নিজেদের পথ বেছে নেন। তারা যেন বিজেপি’র সাথে মিথ্যার রাস্তায় না যান। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ২০১৮

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অবহেলায় মাতৃভাষা দিবসে প্রণাম-ভাষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আন্তর্জাতিক স্তরে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই যে এই দিনটিকেই মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে বাংলাদেশকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এখন আর নেই। তৎকালীন সময়ের বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগেই। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বর্তমান সময়ে যারা মাতৃভাষা দিবসের ধারক বাহক এবং পৃষ্ঠপোষক এদের ভাবাজ্ঞান মাতৃভাষার প্রতি দরদ এবং তাদের দীর্ঘ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কেও সকলেই প্রায় অবহিত। রফিক, জবার, সালাম, বরকদের মতো ভাষা শহিদরা যে এদের কত আপন তা তারা যেমন ভালো জানেন তেমনি ভালো জানেন এ রাজ্যের মানুষও। সেই কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন আনন্দোল্লাসের উদ্‌যাপন হয় সকল ভাষার সম্প্রদায়, সকল ভাষার বিকাশে এই সরকার যে উদ্যোগী তা একুশে ফেব্রুয়ারি

ছাড়াও রাজ্যের মানুষ প্রায় সকলেই অবগত। যে কারণে ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং ভাষার বিকাশ বর্তমান সময়ে হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। ক্রমেই সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলা ভাষা-সহ এ রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা।



কিন্তু চোখ আটকে যায় আগরতলা থেকে সাক্ষরমের দিকে রওনা দিলে। যেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি এই সড়ক উন্নয়নের দায়িত্বে কিন্তু তারা যখন বড় বড় তোরণ বানিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের কিলোমিটার নির্দেশ করে জাতীয় সড়কের জানান দেয়, তখন ভুলে যায় এ রাজ্যের ভাষা

সংস্কৃতি এবং মানুষের আবেগ। ডবল ইঞ্জিনের সরকার এবং ভাষা গবেষক থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি, ভাষা উন্নয়ন কমিটি সহ আরও শত সহস্র কমিটি তা দেখেও চোখ বুজে যায়। বিশালগড় আদালতের সামনে নিএসএফ ক্যাম্পের সম্মুখভাগে যেখান থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে বিশালগড়ের বাইপাস সড়ক সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভলপমেন্ট অথরিটি তোরণে বিশালগড় নামটি যেভাবে লেখা তা দেখলে বালিশিঙ্গ পড়েছেন এমন লোকেরও হাসি পাবে। এখানে বিশালগড় লেখা হয়েছে ‘বিশালগড়’। যা এই এলাকাবাসীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। একটু এগিয়ে গেলে বিশ্রামগঞ্জ। এর আগেই এনএইচআইডিসিএল’র তোরণে বিশ্রামগঞ্জ বানানটিও পড়া দেয়। এখানে বিশ্রামগঞ্জ হয়ে গিয়েছে ‘বিশ্রামগঞ্জ’। এ রাজ্যে যখন রেল ধর্মনিগর পর্যন্তই পৌঁছেছিলো, কুমারঘাট পর্যন্ত এগিয়েও দাঁড়িয়েছিলো অগ্রগমন, তখন থেকেই ধর্মনিগরকেই রাজ্যের রেল শহর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

উফ!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ২১ ফেব্রুয়ারিও লজ্জিত করলেন রাজ্যকে। সারাদিনে ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে বেশ কয়েকটি পোস্ট দিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। বাংলা এবং ইংরেজি, দুই ভাষাতেই। ‘ইন্টারন্যাশনাল মাতৃ ভাষা দিবস’-র মত সার্বিক বেশ কিছুদিন ধরেই করছেন, তাও আছে। ‘দিবস’-র বানান ধরলে তিন ভাষার জগাযিচুরি। সোমবারে কোথাও ঠিক করে লিখার চেষ্টা করেছেন। অতি দুর্বল ইংরেজিতে করা এক পোস্ট লজ্জার বালতি ভরে দিয়েছে। এমনকী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন-এর অনুষ্ঠানে যাওয়ায় সেরাসরিই লিখে দিয়েছেন দিবসটিকেই তিনি ‘অ্যাটেন্ড’ করছেন, দিবসটির জন্য করা অনুষ্ঠান ‘অ্যাটেন্ড’ করা নয়। স্কুল সফরে গিয়ে তিনি শিক্ষকদের পাচারকারী বলেছেন কখনও, আবার কখনও ইংরেজি বলতে গিয়ে ভুলভাল বলেছেন, আর এক অনুষ্ঠানে ‘সুইচড অন ইওর মোবাইল’ তো জীবন্ত কিংবদন্তি কিস্যায় পরিণত হয়েছে।

ডিফেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আরেক অভিজুগু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অতত বাইশ জন বনকর্মী অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন পার্মানেন্ট লেবারার সুমন দে’র বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লাইসেন্সধারী কাঠ বাবসারীরের থেকে ঘুস আদায়, বদলি নিয়ে দু-নম্বরী করা, সিপাহিজলার হাসপাতালে গুণ্ডা কেনার থেকে কমিশন চাওয়া, মহিলা কর্মীকে হেনুকা করা, আরও নানা কিছু। সাময়িক বরখাস্ত করা হয় সুমন দে’কে। নিজেকে বিএমএস নেতা পরিচয় দিয়ে দাদাগিরি করে থাকেন বলে অভিযোগ আছে। দফতরে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, সেই নিয়ে নিজেই অভিজুগু। তার বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ডিজিলেন্সে অভিযোগ জানানো হয়েছে গত বছরের ৯ আগস্ট তারিখে। সেখানে দফতর রেজ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ডিজিলেন্সের কাছে দাবি জানানো হয়েছে গোপনে অভিযোগ জানানোর জন্য

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মানিকপুরে ‘মানিক’ নেই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ত্রিপুরায় ‘মানিক’ নয়, তিনি ‘হীরা’ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী কথা রেখেছেন। ২০১৮ সালের আগের কথার সাথে ২০১৮ সালের পরের কথার মিল বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। হীরা মানে কী পেলো রাজ্য সেদিনও আগরতলায় এসে প্রধানমন্ত্রী অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়েছিলেন। মানিকপুরে যেন প্রধানমন্ত্রীর সেই ‘মানিক তত্ত্ব’ অনাব্যবহৃত ফুটে উঠলো। স্বর্ণরাজ্যের স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের সময়ে উন্নয়নের প্রশ্নে উপেক্ষিত

মানিকপুরের নামে অন্তর্নিহিত ‘মানিক’ আক্ষরিক অর্থেই এই অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক আক্রমণে প্রাক্তনকে এভাবেই বিধ্বলেন। সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপ ও নেশা বাণিজ্যের যাত্রা গুরুত্ব মাধ্যমে পূর্বতনদের শাসনকালে যুবশক্তি সর্বোপরি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, সরকার প্রতিষ্ঠায় যারা আমাদের পক্ষে মাতাধিকার প্রয়োগ করেছেন বা যারা করেননি প্রত্যেকের সম বিকাশে আমরা

অঙ্গীকারবদ্ধ ভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই অঞ্চলের মানুষের পারাপারের দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সমস্যার বাস্তবিক অনুধাবনের লক্ষ্যে সাক্ষী দিয়ে পার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উজ্জ্বলিত গ্রামের নাগরিকরা। ধলাই জেলার অন্তর্গত মনু নদীর উপরে নির্মিত দিয়ে পার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রস্তর স্থাপন ও তিনটি আরসিসি রিজের উদ্বোধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের সর্বদীর্ঘ বিকাশ প্রতিফলিত হবে। আরসিসি ব্রিজটি নির্মিত হলে এই অঞ্চলের মানুষদের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পঞ্চায়েতে অনাস্থা তুঙ্গে ঘোড়া কেনাবেচা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। শাসক দলের যুব সংগঠন যখন সোমবার রাজ্যজুড়েই দাপিয়ে বেরিয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছে ঠিক সেদিনই কৈলাসহরে শাসক দলকে একটা ঝটকা দিলেন বীরজিৎ সিনহার দক্ষিণহস্ত বলে কথিত মহম্মদ বদরুজ্জামান। এদিন বিজেপি’র নির্বাচিত চার পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে মিলে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন একেবারে জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের কাছে গিয়ে। এমনকী শাসকদলীয় গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রোগা এবং বেনিফিসিয়ারিদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। যদিও অনাস্থা এনে রাত পর্যন্তও বাড়ি ফিরতে পারেননি বিজেপি’র পঞ্চায়েত সদস্য রবিনা বেগম। রাত পর্যন্তও তারা কৈলাসহর থানায় অবস্থান করছেন। জানা গেছে, রবিনার স্বামী আব্দুল রশিদ-র উপর গ্রামপ্রধান সুন্দর মিঞার লোকজনদের আক্রমণ করেছে। অপরদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামান বলেছেন, তিনি এদেশে পাশে থাকবেন। যেকোনও পরিস্থিতিতেই তিনি এদেরকে ছেড়ে যাবেন না। জানা গেছে, কৈলাসহরের ফুলঝড়ি কাদি গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত ও গ্রামপ্রধান সুন্দর মিঞা। ১১ সদস্যক এই পঞ্চায়েতে বিজেপি দলের সদস্য সংখ্যা ৮ এবং কংগ্রেসের ৩ জন রয়েছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই প্রধানের বিরুদ্ধে স্বৈচ্ছাচারিতার অভিযোগ উত্থাপন করছেন অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। অভিযোগ, খোদ শাসক দলের নির্বাচিত সদস্যদেরকেই কোনওরকম পাত্তা দেন না গ্রামপ্রধান। যে কারণে গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিষয়টি মণ্ডল নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্বের কানে তুললেও কেউই তেমন গুরুত্ব দেননি। যে কারণে দিনে দিনে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত একরকম অতীত হয়েই বিজেপি’র নির্বাচিত সদস্যরা উপপ্রধানের বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে তার সাহায্য চান। বদরুজ্জামানও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এদেরকে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সোমবার বিজেপি দলের চার সদস্য রবিনা বেগম, ফাতেমা বেগম, নজমুল হক এবং অরুণ দেহনাথ স্বদলীয় গ্রাম প্রধান সুন্দর মিঞার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে মহম্মদ বদরুজ্জামানের কাছে চলে আসেন। আগে থেকেই তৈরি ছিলেন কংগ্রেসের তিন পঞ্চায়েত সদস্য জেসমিন বেগম, কুসুম

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রণংদেহী রণজয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আমি একদা বিজেপি, সর্বদা বিজেপি, আমি তেল দেওয়ার রাজনীতি করি না, আমি বিজেপিতে আছি, ছিলাম এবং থাকব। আর বিজেপি’র নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবই —



মাথার পেছনে টাঙানো ভারত কেশরী ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি, গেরায়া-সবুজ উত্তরীয় গলায় নিজের ছবি পোস্ট করে এভাবেই নিজেকে তুলে ধরছেন বিজেপি’র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রণজয় কুমার দেব। মাত্র কদিন আগে যার নেতৃত্বে চিঠি লিখে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহার রাস্তা চাওয়া হয়েছে। সেই রণজয় কুমার দেব এদিন সামাজিক মাধ্যমে এসে বিশাল

● এরপর দুইয়ের পাতায়

যুবমোর্চার হাল ধরছেন বৃদ্ধরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। কথা ছিলো যুবযোতা ঘটিয়ে নাকাবন্দি করে ফেলা হবে গোটা শহরকেই। কথা ছিলো যুব সমাবেশে সোমবারের দুপুর কয়েক ঘণ্টার জন্য থমকে যাবে। গোটা রাজ্যের স্বাভাবিক চলাচলকে এই সময়ে জারি থাকবে শুধুই যুব যোতা। মিছিল হবে সিপিআইএম’র সঙ্গে কংগ্রেসের মিথিলার বিরুদ্ধে। মিছিল হবে বিজেপি সরকারকে ষড়যন্ত্র করে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে। মিছিল হবে সুদীপ রায় বর্মণ’দের গদ্যার বিরুদ্ধে। মিছিল হবে কংগ্রেসকে ভয় পাইয়ে দিতে। মিছিল হবে সিপিআইএমকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে। আর মিছিল হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং দলের সভাপতি মানিক সাহাকে জানিয়ে দিতে — আর কারো দরকার নেই, সরকার ফেরাতে যুব মোর্চার

যুবকেরাই যথেষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধবাদের মিছিল সেসবকে কতটুকু নাড়া দিতে পেরেছে তা একমাত্র যুব

নাকাবন্দি করে ফেলেছে গেরকরা বাড় এই কথাও বলা যাবে না। একই সঙ্গে যুব মোর্চার নেতৃত্ব বৃদ্ধ বাজিয়ে



মোর্চার নেতৃত্বই বলতে পারেন। কারণ, মিছিলে এদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সমাগম হলেও আগরতলার চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে এই কথা বলা যাবে না। আগরতলাকে এদিন

বলতে পারবেন না, এদিন শুধুই যুব সমাবেশ ঘটেছে। বরং যুব মোর্চার আবার একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। শ্রমিক-কৃষক এমনকী বৈষম্যবাদেরকে পর্যন্ত ময়দানে

গিয়েছে ষাটোন্দ্র, সন্তোদ্রাধ মহিলাদের। যারা একটু হাঁটছেন আবার একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু তাদেরকে নাকি বলে দেওয়া হয়েছে মিছিলে না হাঁটলে দুই

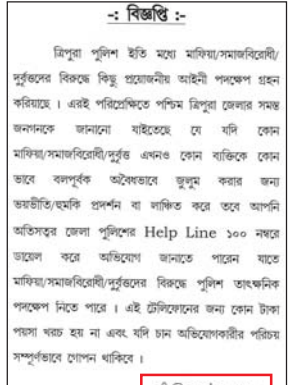


মোর্চার মিছিলে হেঁটেছেন। শুধু আগরতলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও মিছিলে শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই এসে হেঁটেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

হাজার টাকা করে যে ভাতা হবে তা তারা পাবেন না। মূলত ভাতা পাওয়ার লোভেই এরা এদিন যুব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ঘটে যাওয়া গত ১০০টি যুবনের ঠিক কতগুলোর কিনারা করতে পেরেছে রাজ্য পুলিশ? সিসি ক্যামেরার অধীনে থাকা শহরের মন্দিরগুলো থেকে যে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছে সাম্প্রতিককালে, সেই ঘটনাগুলোর তদন্তে চোর ধরা পড়লো? রাজনৈতিক মিছিল থেকে সংবাদভবন পড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার তদন্ত কোন পর্যায়? মহিলাদের কাছ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় কে বা কারা থেফতার হয়ে? ক’জন ড্রাগ প্যাডলার বা ফেপ্সি কারবারির মূল মাথারা গত ৪ বছরে পুলিশের জালে ধরা পড়লো? এমন আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর রাজ্যবাসীর জানা। কিন্তু গত কয়েকদিনে বহু সচেতন নাগরিক সংবাদভবনে টেলিফোন করে জানতে চাইছেন, রাজ্য পুলিশ

নিজেদের সরকারি ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন শুধু পশ্চিম জেলার নাগরিকদের একটি বাড়তি সুযোগ দিয়ে রেখেছে? বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে, পচিম



জেলার যেকোনও নাগরিক, মাফিয়া-সমাজবিরাধী-দুর্বৃত্তদের অবৈধ জব্দ বা ভাড়াটিয়া প্রদর্শন সম্পর্কে জেলা পুলিশের হেল্প লাইন

১০০ নম্বরে টেলিফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। প্রশ্ন জাগছে, পুলিশের ১০০ নম্বরটি শুধুই পশ্চিম জেলার জন্য হলে লাইন নম্বর? বিজ্ঞপ্তিটিতে বহু বছর আগে অবসরে যাওয়া পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার বিজয় কুমার নাগের স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব’র ছবিতে ভরপুর রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে এই আদিকালের বিজ্ঞপ্তি বাড়তি গুরুত্ব নিয়েই প্রথম পাতায় উঠে আসছে। রাজ্যের বাকি সাতটি জেলার নাগরিকরা একই বিধিরে অভিযোগ কোন নম্বরে করবেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি বিভিন্ন টিএসআর ব্যাটেলিয়নগুলোতে হানা দিয়েছেন। ব্যাটেলিয়নের রামাধর পর্যন্ত ঢুকে, খাবারের বাসনপত্র নেড়েচড়েও দেখেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মন্ত্ুন বৈঠকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। বিশ্বহিন্দু পরিষদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি ড. শংকর সরকার জানিয়েছেন, গত ২০ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় কেশব মন্দিরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শংকর চৌমুহনিহিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক কার্যালয়ে এক মন্ত্ুন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে উ পস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রী মিলিন্দ পারাভে, ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী দীনেশ তেওয়ারি, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল, ত্রিপুরা উপপান্তের সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র পাল, ত্রিপুরা উপপান্ত



ও পশ্চিম জেলার সমস্ত কার্যকর্তা ও সমাজের বিশিষ্ট ১০০ জনের মত উ পস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন মিলিন্দ পারাভে ও ত্রিপুরার সংঘ চালক বি কে রায়। হিন্দু ধর্মের

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। হিন্দু ধর্মকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার উপর একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ড. শংকর সরকার আরও

জানিয়েছেন, তাদের মূল্যবান বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের আগামী পরিকল্পনা। মার্গ দর্শনের মাধ্যমে বিষয়গুলো তুলে ধরতে চেয়েছে সকলে।

মনুঘাটে লাল পুস্তিকা দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আমবাসা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। ১৮৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ক্যাপিটালিস্টদের মহাতীর্থ তথা ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র লন্ডন শহরে প্রকাশ করা হয়েছিল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বাণী ইন্তেভার। যা যৌথভাবে রচনা করেছিলেন কার্ল মার্কস এবং ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস। শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্যবাদ তথা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি সঘলিত এই ইন্তাহার প্রকাশের দিনটিকে গোটা পৃথিবী জুড়ে কমুনিষ্টরা পালন করে আসছে রেড বুকস ডে বা লাল পুস্তিকা দিবস রূপে। প্রায় ১৭৪ বছর যাবৎ পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসা এই দিবসটিকে এবার হলসভার মাধ্যমে উদযাপন করেছে সিপিএমের লংতরাইভালি মহকুমা কমিটি। সভাটি হয় মনুঘাটস্থিত দলীয় কার্যালয়ের হলঘরে। দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভীড়ের সামনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখছেন সিপিআইএম থলই জেলা কমিটির সম্পাদিক পঞ্চজ চক্রবর্তী। তিনি এই দিনটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও আলোচনায় অশ্বগ্রহণ করেন দলের মহকুমা সম্পাদক হিমাংশু দেব এবং রাজ্য কমিটির সদস্য নিরোদ সাহা।

বিজ্ঞাপন রাজ্যের থানার দেওয়ালে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। নেশামুক্তির এনজিও-র বিজ্ঞাপন বুলছে থানার মধ্যে। এই নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে বহুদিন ধরে নিখোঁজ রাজ্যের যুবক। অথচ তিন রাজ্যের এই কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন বুলছে রাজ্যের থানায়। এই ঘটনা দেখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। নেশামুক্তি কেন্দ্রটির নাম শিলচর নবজ্যোতি ফাউন্ডেশন নেশা মুক্ত কেন্দ্র। শিলচরের নাগাটিলায় এই



নেশামুক্তি কেন্দ্রের বাড়ি টি। রাজ্যের চাঁনকারি এলাকার জনৈক সায়েন নামে এক যুবককে এই নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। এক মাসের ওপর ধরে এই জায়গা থেকে নির্বাঁজ সন্ধান। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি অসহায় পরিবারটির। পুলিশও এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও আইনত ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের পোষ্টার ছাপানো হয়েছে আমতলি থানায়। এই ঘটনা ঘিরে অনেকের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

কষ্ট বুঝলেন ভোটারদের, অন্য বার্তা সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। লকডাউনে কৃষক, শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। মোদি এবং যোগী সরকার সেদিকে কোনও দৃষ্টি করেনি। পাণ্ডাই দেয়নি সাধারণ মানুষের কষ্ট। আজ আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সেই সঙ্গে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে তেতুর্থ দফার ভোট। সেদিন রায়বেরিলিরও ভোট। তার আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরিলির মানুষদের ভিডিও—বার্তা দিলেন সোনিয়া গান্ধী। ২০০৪ সাল থেকে এই কেন্দ্রের সাংসদ সোনিয়া। এদিন ভিডিও বার্তায় তিনি বললেন, ‘লকডাউনে আপনাদের ব্যবসা বন্ধ

প্রবেশে বাধা, হুক্কার মাফিয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ আগরতলা ২১ ফেব্রুয়ারি ।। শাসক দলের মদতপুষ্ট মাফিয়াদের হুমকিতে এক শিক্ষক তাঁর হকের টাকায় কেনা বাড়িতে ঢুকতে পারছে না আজ প্রায় এক বছর। মাফিয়ারা পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছে। আর তা না দিতে পারায় মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত হলো শিক্ষক। এখনো চিকিৎসা চলছে। এঘটনা নিয়ে শিক্ষক থানা পুলিশ করেছে। কোন সাড়া পায়নি। বাধা হয়ে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক এবং জেলার পুলিশ সুপারকেও লিখিত ভাবে ঘটনার বিচার চেয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আক্রান্ত শিক্ষক বিচার পাওয়া দুঁরের কথা রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রীতিমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘটনা খোয়াই মহকুমার লালছড়া রায়পাড়ায়। শিক্ষক অনন্ত রায়। বনকর এলাকায় সাড়ে ছয় গভার একটি বাড়ি ক্রয় করে ২০২১ এর মার্চ মাসে। কিন্তু সে থেকে শিক্ষক অনন্ত রায়কে হুমকি দিতে থাকে রূপক পাল নামে খোয়াই এলাকার

মাফিয়া ডন। রূপক পাল খোয়াই বিজেপি মন্ডল সভাপতির কাছের লোক বলে পরিচিত। এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে আরও বহু অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ শিক্ষক কিছু কাজের লোক নিয়ে হকের টাকায় কেনা বাড়িতে জঙ্গল পরিষ্কার করছিল। আচমকা মাফিয়া রূপক পাল তাঁর আরও চার-পাঁচ জন শাগরেদ নিয়ে আচমকা শিক্ষক অনন্ত রায়ের বাড়িতে ঢুকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে। না হলে এবাড়িতে থাকা যাবেনা বলে হুমকি দিতে থাকে। শিক্ষক অনন্ত রায় তাঁর অসহায় অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মাফিয়া রূপক পাল এবং তাঁর বাহিনী শুনতে নারাজ। শিক্ষক অনন্ত রায়কে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলে। আচমকা আলাপচারিতার মধ্যেই রূপক পাল শিক্ষক অনন্ত রায়ের উপর সাবল নিয়ে হামলা চালায়। প্রথম বারের হামলা ঠেকাতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয় হামলা ঠেকাতে পারেনি। সাবলের আঘাতে মারাত্মক ভাবে

জখম হয় শিক্ষক। এলাকার মানুষ ছুটে আসলে কোন প্রকার বেঁচে যায় শিক্ষক। কিন্তু এখনো চিকিৎসা চলছে। এঘটনার পর ২০ ডিসেম্বর ২০২১ খোয়াই থানায় মামলা করেন শিক্ষক অনন্ত রায়। কিন্তু পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাধা হয়ে আক্রান্ত শিক্ষক খোয়াই জেলা শাসক, এস পি ও মহকুমা শাসকের কাছে সুবিচার চেয়ে লিখিত ভাবে আবেদন করে। এয়েকত্রেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এঘটনা নিয়ে স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের কাছেও কাতর আবেদন করেন। কেউ আক্রান্ত শিক্ষকের পাশে দাঁড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত গতকাল শিক্ষক অনন্ত রায় তাঁর বাড়িতে ঢুকতে গেলে মাফিয়া রূপক পাল শাসক দলের কিছু মহিলাকে লেলিয়ে দেয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাধ হয়ে শিক্ষক অসহায়ের মত ফিরে আসে। এখনো বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। আদৌ কোন দিন বাড়িতে ঢুকতে পারবে কিনা অনিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর মাফিয়া মুক্ত ত্রিপুরার এটাই বাস্তব চিত্র।

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাতৃভাষা দিবস পালন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/সাক্রু/ কল্যাণপুর/ কদমতলা/ধর্মনগর/ কাঁঠালিয়া/ বঙ্গনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গোটা রাজ্যে অসংখ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এদিন ভাষা আন্দোলনের শহিদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিককে স্মরণ করলো বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব। সোমবার সকালে বিলোনিয়া এক নং টিলা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ভাষা দিবসের শহিদদেরি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা। এদিনের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শিখা নাথ, বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সদস্যসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। এদিকে সঞ্জীব দেৱ উদ্যোগে এবং সাক্রু প্রেস ক্লাবে আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সারথম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা দাস পোদার, ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, সাক্রুমের বিশিষ্ট কবি তিমির বরণ চাকমা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সারথম প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। কল্যাণপুরে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডে অমরা বাঙালির তরফে অস্থায়ী শহিদবেদিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অমরা বাঙালির খোয়াই জেলা কমিটির সচিব সুবল দেবসহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, উজ্জর জেলার চুরাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এই প্রথমবারের মতো দিনটি পালন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটিকে পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জীব দেৱ উদ্যোগে এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় ‘চেড়াই’

নামে একটি দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করা হয়। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্বর্গতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্বব্রজু সেন। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, সিপাহিজলা জিলা পরিষদ এবং কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠিত হয় শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। রবীন্দ্রনগর স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এদিকে সোনাক্সর রবীন্দ্রনগর চৌমুহনিতে সিপিআইএম’র তরফ থেকে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা গোপন করা হয়। বঙ্গনগর রহিমপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়েও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনুষ্ঠানের শুরুতে বের হয় শোভাযাত্রা।

ভম্মীভূত বসতঘর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। মোমবাতির আগুনে ভম্মীভূত হয়ে গেল পঞ্চায়েত সদস্যের বসতঘর। কলমচৌড়া থানাধীন বঙ্গনগর পুটিয়া গ্রামের ৩নং ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে এই ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তার ঘরে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘটনার সময় আনোয়ার হোসেন বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে তার স্ত্রী এবং মা ছিলেন পাশের ঘরে। এলাকাবাসীর মধ্যে অনুযায়ী ঘটনার সময় আনোয়ার হোসেন দোকানে ছিলেন। আচমকা টিনের বেড়ায় আগুন দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিৎকার চৈঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন গ্রামের অন্যান্য লোকজন। দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভালেও ঘরের কিছুই রক্ষা করা যায়নি। জানা গেছে, এই ঘটনায় পরিবারটির ৪ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিন, বিশালগড় ফায়ার স্টেশনকে ঘটনা সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়। তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আধঘণ্টার মধ্যে। তবে তাদের চেষ্টায় আগুন নিভলেও কিছুই রক্ষা হয়নি। দমকল কর্মীরা জানান, বিশালগড় থেকে বঙ্গনগরের দূরত্ব অনেকটাই বেশি। তার উপর রাস্তা খুবই বেহাল। সেই কারণেই তাদের আধঘণ্টা সময় লাগে। এদিনের ঘটনার পরও ফের দাবি উঠেছে বঙ্গনগরে পুষ্টিগত ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হোক। এর আগেও বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভম্মীভূত হয়ে গেছে শুধুমাত্র কাছে ফায়ার স্টেশন না থাকার জেগে।

দাবি ওএস নিয়োগের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে অফিস সুপারিটেনন্ডেন্টের পদ সৃষ্টি করার দাবি উঠল। এই দাবিতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠি দিল ত্রিপুরা কর্মচারী সম্বা। একই দাবিতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে আলাদা চিঠি দিয়েছে পাঁচ ছাত্র। দুই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে,এমবিবি কলেজে হেড অফ অফিস হিসেবে বদলি হয়ে যাওয়া নারায়ণ সিনহাকে ওএস করে বিশালগড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে রেখে দেওয়ার। দুই চিঠিতে বলা হয়েছে, নারায়ণ সিনহা বদলি হলে কলেজের অনেক ক্ষতি হবে। তাকে পদোন্নতি দিয়ে কলেজেই রেখে দেওয়া হোক। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কলেজন্তরে কর্মীদের রদবদল হয়েছে।

সিপিএম’র ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের এখন প্রায় এক বছর বাকি। কিন্তু রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে শাসক ও বিরোধী দলসমূহ এই কনকনে শীত উপেক্ষা করে তাদের তৎপরতা তুঙ্গে তুলেছে। কেউ এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। তবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বার্থ নিয়ে এই মুহূর্তে সবার চেয়ে এগিয়ে প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম)। অন্তত পানিসাগর মহকুমার রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে তাই মনে হচ্ছে। আজ দুপুর সাড়ে বায়েটাায় সিপিআই এম পশ্চিম পানিসাগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে পশ্চিম পানিসাগর পঞ্চায়েত সচিব বরাবর এক প্রতিনিধি ডেপুটেশন প্রদান করেন। দাবিগুলি হচ্ছে— প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায ঘর প্রাপকদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকাভুক্ত সকলকে দ্রুত ঘর প্রদান করতে হবে। ঘর প্রাপকদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত প্রদান করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ গৃহনির্মাণের জন্য কমপক্ষে আরও দেড় লক্ষ টাকা প্রতি সুবিধাজোগীকে রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করতে হবে। প্রতিশ্রুতি মত রেগা প্রকল্পে মঞ্জুরি ৩৪০ টাকা এবং ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে এবং যেসকল সামাজিক ভাতা বাতিল করা হয়েছে অবিলম্বে তাদের ভাতা পুনরায় চালু করতে হবে। পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামীণ রাস্তাগুলি বর্বার আগে অবশ্যই মেরামত করতে হবে, ২নং ওয়ার্ডের গুনমণি নাথের দোকান থেকে বিলখে রাস্তা ভায়া যজ্ঞেশ্বর দাস রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করতে হবে। প্রতিটি পাড়াতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে হবে এবং এই শুখা মনসুমে বিভিন্ন পাড়ায় ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং স্টাফ দিয়ে উপস্থাস্থ্য কেন্দ্রটি দ্রুত চালু করতে হবে। ১নং ও ৫নং ওয়ার্ডের ডিপিউবয়েলের কাজ অবিলম্বে শেষ করে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দিতে হবে। পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুস্তক আকারে প্রকাশ করে গ্রাম সভার মাধ্যমে জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রতি মাসে পঞ্চায়েত মিটিং করতে হবে এবং কাজ গুরুর আগে পঞ্চায়েত সদস্যদের অবগত করতে হবে। আজকের ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শীতল দাস, ব্রজন্দন নাথ, স্বপ্না দাস, অবনী দে, সুরকি দাস, অসিত দাস এবং সুজিত দাস প্রমুখ।

তৃণমূলে আরও ৮৫ ভোটার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যতনবাড়ি ভেঞ্জাছড়ি পঞ্চায়েতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দল ছেড়ে ২৫ পরিবারের ৮৫ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদেরকে দলে বরণ করেন অমরপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা চঞ্চল দে, বিপ্লব সাহা এবং সুবীর সেন ঘোষ।

মধ্যরাতে সরব নাগরিকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব তারা। কিশোর থেকে যুবক সবাইকে রক্ষা করতে ময়দানে নাগরিকরা। অভিযোগ, পুলিশ রাতে সেভাবে অভিযান সংগঠিত করছে না বলে যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হরিশনগর এলাকায় মধ্যরাতে একটি ঘর থেকে নেশাখোরদের আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। আবার

বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করলো বিশালগড়ে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব তারা। কিশোর থেকে যুবক সবাইকে রক্ষা করতে ময়দানে নাগরিকরা। অভিযোগ, পুলিশ রাতে সেভাবে অভিযান সংগঠিত করছে না বলে যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হরিশনগর এলাকায় মধ্যরাতে একটি ঘর থেকে নেশাখোরদের আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। আবার

তাদের কাছ থেকে নেশা সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়। রাতের এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা নেশাখোরদের উত্তম মধ্যমও দিয়েছে। টুটন, রাজুদের বিরুদ্ধে আফসিটলা থেকে গুরং করে বিশালগড়েই সুর চড়িয়েছেন নাগরিকরা। লক্ষ্মীবিলে এক টিএসআর জওয়ানের বাড়িতেও নেশা সামগ্রী রাখছে সানি। মূলত তারাি এখন গোটা মহকুমায় নজরকাড়া নেশা কারবারি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। মাতৃভাষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্তন মাতৃভাষা ব্যতিরিক্ত সম্ভব নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল জাতি জনজাতির মাতৃভাষার বিকাশে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সোমবার ত্রিপুরা সরকার ও আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্র

ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি কমল বজুরেকে সর্বধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের উপর জোর করে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো ভাষা আন্দোলন। ভাষার জন্য এতো বড় আন্দোলন আর পূর্বে পৃথিবীতে কখনও হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই ভাষা আন্দোলনে, শহিদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, জব্বার। সেই থেকে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছিলো ভাষা শহিদ

উচ্চশিক্ষায় ককবরক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পিঞ্জিটি শিক্ষক এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জনগোষ্ঠীর মাতৃ ভাষা রক্ষায় সকলকে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে হবে। নাগরিকদের কাছে ভাষাগত সমস্যা দূর করে দিতে সরকারি কর্মচারীদের ককবরক শিক্ষার জন্য গত ৩০ জন্ুয়ারি থেকে অনলাইন শিক্ষক কোর্স চালু করা হয়েছে। নতুন পদক্ষেপ হিসেবে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যাগু্হ দফতরের

তৈরি শহিদ বেদিতে মাদান্যন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অনুষ্ঠান উ পলক্ষে উপস্থিত সকল অতিথিগণ। অতিথিগণ চারা গাছে জল সিঁধনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ইউনেস্কো কর্তৃক এবছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল ভাবনা হলো ‘বহুভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে হোক প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ’। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সারা বিশ্বের বাঙালি ভাষাভাষীর মানুষের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি একটি গর্বের দিন।



শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের স্রি-ভাবীক (বাংলা, ককবরক ও ইংরেজি) ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২১ প্রাপক শিক্ষক শিবশঙ্কর পালকে সর্বধনা জ্ঞাপন করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ রাজ্যের লুণ্ণপ্রায় বঙচের

দিবস। পরবর্তীতে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার স্বীকৃতি দেয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমে ককবরক, কুকি, মিজো, হালাম, গারো, চাকমা, মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মেতি) ভাষার উপর মাইনর রিসার্চ করার সুযোগও রয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার অতুলন দেওয়া হয়। এই প্রথম শিক্ষকদের ককবরক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ককবরক ল্যাদুজৈজ টিচার হ্যান্ডবুক চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের স্মারকের আদলে

বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আন্দোলন ১৯৫২ সালে গুরং হয়েছিলো অধুনা বাংলাদেশ। কোনও জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই ছোট বা বড় নয়। সব ভাষাকেই সমান সম্মান দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মধ্যে বিবিধের মাঝে মিলনের মূল ভাবনা সার্থক হবে। আলোচনা করতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোন ভাষা হারিয়ে গেলে ওই জাতির সংস্কৃতিও হারিয়ে যায়। এজন্য ইউনেস্কো মাতৃভাষা দিবসের সূচনা করেছে।

প্রচার জারি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ও তাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশের প্রচারসজ্জা নষ্টের অভিযোগ উঠলো এবার বাধারঘাট এলাকায়। সেখানে কলেজ চৌমুহনি সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচারসজ্জা নষ্ট করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এসব প্রচারসজ্জায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিপিএম নেতৃত্ব ওইসব এলাকায় আবার ফ্লাগ, ফেস্টুন লাগিয়ে নিজেদের শক্তির মহড়া দিচ্ছে। সিপিএম’র তরফে দাবি করা হয়েছে সেখানে আবার ফ্লাগ, ফেস্টুন লাগানো হচ্ছে।

বুথ সভাপতির পদত্যাগ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বাধারঘাট মণ্ডলের অন্তর্গত ১৩নং বুথের বুথ সভাপতির এনু কুমার ঘোষ তার বর্তমান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি তার পদত্যাগপত্রে পাঠিয়েছেন মণ্ডল সভাপতির উদ্দেশ্যে। তিনি তার পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন, ১৪ বাধারঘাটের ১৩নং বুথের বুথ সভাপতির পদ থেকে এবং সদস্যপদ থেকে তাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। শাসক দলের বুথ সভাপতির পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। তিনি বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন ২০১৭ সালে। পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি এই পদে বহাল থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ দলের নির্দেশে সমস্ত ধরনের সাংগঠনিক কাজকর্ম করেছেন। বর্তমানে তিনি অসুস্থ, তাই অসুস্থতার কারণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মণ্ডল সভাপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে তিনি দাবি করেছেন, এই পদ থেকে তাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। একই সাথে দলের সদস্যপদ থেকেও অব্যাহতি চাইলেন বিজেপির এই বুথ সভাপতি। রতন কুমার ঘোষের আবেদন গৃহীত হলো কি না সেটা জানা যায়নি।

আজ রাতের ওষুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ আছে।
বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।
মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দৃষ্টিচ্যুত এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।
কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে জানীওণীজনের সামিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।
পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকষ্টের যোগ আছে।
সিংহ : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।
আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।
কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকর্ষা ও দৃষ্টিচ্যুত থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।
তুলা : সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিরোধী দলনেতার চিঠি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের অসৌজন্যতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অসৌজন্যতা! হ্যা, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে অসৌজন্যতাই করে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সৌজন্যতার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ সুনাম ছিল তা ধুলোয় মিশে যেতে চলছে। বিরোধী দলনেতার কোনও চিঠিতেই ন্যূনতম প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রত্যুত্তর চিঠি দেওয়ার সৌজন্যতটুকুও আজকাল দেখাতে আগ্রহী নন মুখ্যমন্ত্রী ও তার অফিস। রাজ্যবাসীর আজও দিনটি মনে করেন যেদিন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার পূর্বসূরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করতে মেলারমাঠ পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন। রীতিমতো পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বল্লোজোষ্ঠ মানিক সরকারের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলেন তার মুখ্যমন্ত্রী কর্মভারের দায়িত্ব। বিপ্লব কুমার দেবের এই আচরণে তার দল-সহ রাজ্যবাসীরা রীতিমতো বড়ই করতেন। সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত সেই ছবি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে আজ এই সৌজন্যতার ন্যূনতমটুকুও বজায় নেই। সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খুলতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সাম্প্রতিক তিনটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখেছেন। যেখানে তিনি বিষয়গুলোর উপর অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান। গত কিছুদিন আগে প্রশাসন বটতলা বাঁশ বাজার উচ্ছেদ করতে উদ্যোগ নিলে ব্যবসায়ীরা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মানিকবাবু পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই রকমভাবে দলের কর্মী বণু বিপ্লব মৃত্যু ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঘটনার যথাযথ

তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেন। আর সোমবার রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের নানা সমস্যা নিয়ে একই রকমভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বিরোধী দলনেতার তরফে তিন-তিনটি চিঠির একটিতেও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। এক সময় বিরোধী দলনেতার প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যতা নিয়ে দল-সহ রাজ্যবাসীর যে বড়ই ছিল তা আস্তে আস্তে ধুলোয় মিশতে চলছে। সাধারণত বিরোধী দলনেতার পক্ষে কোনও ধরনের চিঠি বা দাবি আপত্তিক একটি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে সরকার। কারণ বিরোধী দলনেতা পদটি মূলতঃ একটি সাংবিধানিক পদ। তাছাড়া গণতন্ত্রে বিরোধী দলনেতা বা দলের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এখানেই দেশের গণতন্ত্রের মূল শক্তি। কিন্তু আজকাল রাজ্যে বিরোধী দলনেতার চিঠি প্রত্যুত্তরটুকু দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখায় না মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়। এদিকে সোমবারও রাজ্য বিরোধী দলনেতার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাতে বিরোধী দলনেতা রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, দুর্দিন আগে সারা ভারত দৃষ্টিহীন সমিতির পক্ষে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন সমিতির দৃষ্টিহীন সদস্যরা। একই বিষয়টি তিনি তার চিঠিতে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার দেবাদেশি সম্প্রতি আরেক সিপিএম বিষায় অক্ষধন দাসের বিরুদ্ধে একটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে ঘটনার তদন্তের আবেদন করেছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিষায়ের রতন কুমার ভৌমিক এক চিঠিতে মার্কফেড চ্যোরামান বিষায়ের অক্ষধন দাসের বিরুদ্ধে উদ্বোধন করে কিছু অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ করার আবেদন করেন। কিন্তু যেখানে বিরোধী দলনেতার চিঠিকেই মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয় কোনও আমল দিচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে এক সাধারণ বিধায়কের চিঠিতে কতটা গুরুত্ব দেবে তা খুব সাধারণভাবেই অনুমেয়।

ভুল পথ ছাড়ুন, আহ্বান রতন’র



প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ও তাকে

কেন্দ্র করে সমাবেশের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষেই প্রচার জারি আছে গোটা রাজ্যে। কিন্তু কোথাও কোথাও ঘটছে অপ্রীতির ঘটনা। রানিরবাজার ধান চৌমুহনি, মোটরস্ট্যান্ড, মরা চৌমুহনি, মজলিশপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারসজ্জা নষ্ট করা হয়েছে। জিরানিয়া, কৃষকনগর, রজনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় দলত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে আছেন এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী। কিন্তু যারা এসব কাজগুলো সংগঠিত করছে তারা ভুল করছে। ভুলপথে আছে। কথাগুলো বললেন, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস। ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন রতন দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত, মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রণব দেববর্ম। প্রত্যেকেই গান্ধিগ্রাম সহ এই জেলার অন্তর্গত এলাকায় সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। বিভিন্ন জায়গায় বাইক বাহিনী তাণ্ডব চালাচ্ছে। রতন দাস বলেন, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। ২০১৮ সালের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করতে না পেরে এখন মানুষের সামনে যেতেই ভয় পাচ্ছে। তাই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বিজেপি। তিনি এই অভিযোগ করে বলেন, যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাত্তে তাদের

পেছনে মদত জোগাচ্ছে এলাকার বিধায়ক বা মন্ত্রী বা নেতারা। যারা এই কাজ করছে তারা ভুল করছে। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে রতন দাসের আহ্বান, তারা মেনে ভুল পথ ছেড়ে চলে আসে। তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এই ধরনের কাজ করানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। জিরানিয়া, কৃষকনগর, রজনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় দলত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে আছেন এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী। কিন্তু যারা এসব কাজগুলো সংগঠিত করছে তারা ভুল করছে। ভুলপথে আছে। কথাগুলো বললেন, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস। ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন রতন দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ দত্ত, মোহনপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক প্রণব দেববর্ম। প্রত্যেকেই গান্ধিগ্রাম সহ এই জেলার অন্তর্গত এলাকায় সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। বিভিন্ন জায়গায় বাইক বাহিনী তাণ্ডব চালাচ্ছে। রতন দাস বলেন, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। ২০১৮ সালের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষা করতে না পেরে এখন মানুষের সামনে যেতেই ভয় পাচ্ছে। তাই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বিজেপি। তিনি এই অভিযোগ করে বলেন, যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাত্তে তাদের



বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের নারায়ণ সিন্হা’র বদলি নিয়ে সরব পড়ুয়াদের পাশাপাশি মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী রাজ্য কমিটি। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে বদলি রদে দেওয়া হলো স্মারকলিপি।

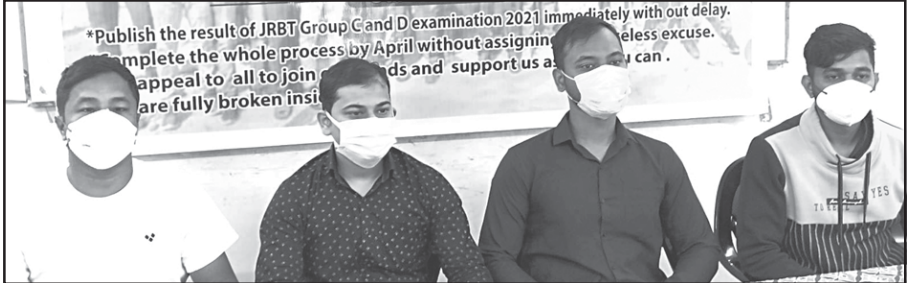
পবিত্র’র অভিযোগ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর অভিযোগ করেছেন, পুলিশকে টুটো জগন্নাথ বানিয়ে বিজেপি দল গান্ধিগ্রামের পার্টির নেতৃত্ব স্বপ্ন দেব ও উত্তম সাহার বাড়িতে লুটপাট করেছে। সোমবার সকালে বিরোধী দলনেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে রাজ্য সিপিআই এম দলের নেতৃত্ব ওই আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ধসস্তুপ দেখে এসেছেন। ওই দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর, পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস, সিআইটিউ-এর রাজ্য সভাপতি দে ও সম্পাদক যথাক্রমে মানিক দে ও শংকর দত্ত, বিষায়ক তপন চক্রবর্তী, রতন ভৌমিক, সহিষ্ ঠৌদুরী, ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিরোধী দলনেতা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব আক্রান্ত বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, যে কাজ ওরা করেছে সেটা যেকোন সভা জগতে বিরল। সরকার এসে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। যুবকদের জন্য কিছুই করতে পারেনি। সরকারে এসেই পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেবে বলেছিল, মিস্ত্রী কলে চাকরি দেবে বলেছিল, দল তার কিছুই করেনি। ভুল বুঝতে পেরে বড়ো অংশই ওই দলটি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। একটা ছোট অংশকে দিয়ে এই সমস্ত অসামাজিক কাজ, লুট ইত্যাদি করিয়ে যাচ্ছে। ওই দলটি জনবিচ্ছিন্ন। বিরোধী দলনেতা বলেন, এই ক্ষুদ্রাংশটি বুঝতে পারছে না সময়ের পরিবর্তনের পর তাদের বর্তমান মনিবার তাদের ওয়ান টাইম চায়ের কাপের মতো ছুড়ে ফেলে দেবে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাজ্য কৃষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, বহিরাগত চোর, ডাকাতিদের এনে স্থানীয় ছোট সংখ্যার যুবকদের ব্যবহার করে এই লুটতরাজ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সাথে মানুষ নেই, ডাকাতি চোরের সাহায্যে রাজনৈতিক লড়াই করার সব চেষ্টাই বর্থ হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ভাঁড়ারে টান পড়েছে সাথে যুবকদের কর্ম সংস্থানের কিছু করতে পারছে না তাই এই চুরি, ডাকাতি করে ভাঁড়ার ভর্তি করে খাওয়ার পথ দেখাচ্ছে। তা না হলে আলমারি ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার, কাশ টাঙ্ক নেবে কেন? এরপর এইগুলিকেই কর্মসংস্থান বলে দেখানো ক্ষমতাসীন দল। পবিত্র কর বলেন, এসব করে দাবিয়ে রাখা যাবে না। এর জবাব দিতে মানুষ প্রস্তুত বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দেবীাদের এই মুহুর্তে গ্রেফতার না করলে রাজ্য কৃষক সভা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ইশ্টিয়ার দিয়েছেন পবিত্র কর।

নিয়ন্ত্রণের পথে করোন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। করোন। সংক্রমিতের সংখ্যা নামলো একজনে। বহুদিন পর একজন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন রাজ্যে। দক্ষিণ জেলায় এই সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা মেনে দাঁড়ালো ৬১ জনে। রাজ্যে নিয়ন্ত্রণের পথে করোন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৫০জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ২০৬জন।

জেআরবিটি’র ফল প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বেগ



প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। দফায় দফায় অফিসে ধর্না দিয়ে ব্যর্থ জেআরবিটি পরীক্ষার্থীরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে পরীক্ষার ফল ঘোষণার দাবি করেন। দীর্ঘ ১৫ থেকে ১৬ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও জেআরবিটির ফল প্রকাশ নিয়ে রাজ্য প্রশাসন একেবারেই চুপ। কেন ফল প্রকাশ হচ্ছে না তার কোনও সুদূরই দিতে পারছে না জেআরবিটি পর্যদ আধিকারিকরা। সম্প্রতি বেশ আধিকববার জিআরবিটি পরীক্ষার্থীদের অফিস ঘেরাও করতে দেখা গেছে। প্রতিবারই অফিসের আধিকারিকরা আজকাল, পরণ্ড করে পরীক্ষার্থীদের

বুনিয়ের পাঁথ হয়েছেন। কিন্তু এখন আর ধের্খের বাঁধ সইছে না। তাই শেষ পর্যন্ত সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানানেন এই পরীক্ষার্থীরা। গত আগস্ট মাসে জেআরবিটি পরীক্ষার পর থেকে তার ফল প্রকাশ নিয়ে একটা কৌতূহল দেখা যাচ্ছিল। একে একে ৬ মাসেরও বেশি সময় পেরোতে চললেও জেআরবিটির ফলাফল নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও সুদূর পাওয়া যাচ্ছিল না। গত এক পক্ষকালে অন্তত তিনবার পরীক্ষার্থীরা জেআরবিটি অফিস ঘেরাও করেছে। কিন্তু বারবারই উত্তর এসেছে কিছুদিনের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জেআরবিটি পরীক্ষার্থীদের

সংগঠন ইউনাইটেড আন-এমপ্লয়েড ফোরামের পক্ষে জয়ন্ত সাহা জানান, শেষবার পরীক্ষার্থীরা জেআরবিটি অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান, ফলাফলের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই কিছু বলতে পারবেন। কিন্তু করা সেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও পরামর্শ দিতে পারেননি অধিকর্তা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে পরীক্ষার্থীরা আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার দাবি তুলেছেন। যদিও এমনটা না করা হলে পরীক্ষার্থীরা কি পদক্ষেপ নেবে তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও বক্তব্য নেই পরীক্ষার্থীদের। এদিকে জেআরবিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে

হিংসা রাজনৈতিক কাপুরুষতার লক্ষণ ঃ হুঙ্কার দিলেন মানিক



প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যা ছিল এসবেরই ফিতা কাটা হচ্ছে। নতুন করে চার বছরে কিছুই হয়নি। এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। বিজেপির নাম না করে সোমবার নবথামে দুই আক্রান্তের বাড়ি গিয়ে এই কথাগুলি বলেছেন তিনি। যদিও আক্রমণকারীদের নাম এবং পরিচয়ও প্রকাশ্যে বলেননি তিনি। যুবকদের সঙ্গে তারা প্রতারণা করছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। রবিবার গান্ধীগ্রামে সিপিএম’র বড় মিছিল হয়। এই মিছিলের পরই সন্ধ্যায় আক্রমণ করা হয় সিপিএম’র দেব ও উত্তম সাহার বাড়ি। স্বপ্ন দেবের ঘরে ঢুকতে না পারলেও পাশে মাটির ঘরে থাকা তার দুটি বাইক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর পরই আক্রমণ করা হয় সিপিএম’র গান্ধীগ্রাম অঞ্চল সম্পাদক উত্তম সাহার বাড়িতে। উত্তম এসব তার ভাইয়ের ঘরে লুটপাট করা হয়। গৌতম সাহার ঘর থেকে নগদ কয়েক লক্ষায়িক টাকা-সহ সোনার গহনা লুট হয়। ঘরে থাকা বাইক এবং অন্যান্য সব সামগ্রী ভেঙে চুরমার করে দেয়। রাতে ঘনিও সিপিএম’র কোনও বড় মিছিলের শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে নবগ্রামে সিপিএম নেতাদের বাড়ি যেতে দেখা যায়নি। অনেকটা বেরি করে পুলিশ গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আক্রান্তদের। এমনকী পুলিশকে দলদাস বলেও স্থানীয়রা মন্তব্য করছেন। সোমবার সকালে করোভাসদের বাড়িতে ছুটে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বিজেপির নাম মুখে না আনলেও এইসব ঘটনা রাজনৈতিক কাপুরুষতার মতো মন্তব্য করেন। চ সপ্টেম্বরের কায়দায় একই চক্র গান্ধীগ্রামের নাগরিকরা দেখলো।

করছে যাদের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। রাজ্যে লুটের রাজত্ব চলছে। চাকরি যাদের পাওয়ার কথা তারা পান না। যে চাকরি হয়েছে এই জন্য টাকা দিতে হয়েছে। সিপিএম’র এই নেতার বাড়িতে আরও তিন-চারবার আক্রমণ হয়েছে। বাড়ির মালিক অর্থাৎ স্বপ্ন দেবের বাবা নবগ্রাম স্কুলের জন্য জায়গা দিয়েছিলেন। যেসব ছেলেরা আক্রমণ করেছিল তারা এটা জানেন না। চার বছরের শাসনে যুবকরা সবচেয়ে বেশি হুঙ্কার। তারা যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারেন এজন্য এসব কাজে জড়িয়ে রাখা হচ্ছে। সন্ধ্যায় অন্ধকারে আক্রমণ করা হয়েছে। এই আক্রমণকারীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার কথা ছিল। সরকারে ক্ষমতায় আসার আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এগুলি রূপায়ণ করা হয়নি। এসব যুবকদের কথা বলতেই রবিবার মিছিল করা হয়েছিল। কিন্তু ভাড়াটিয়া বাহিনী ব্যবহার করে সিপিএম নেতাদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে। যুবকদের মধ্যে যাতে একা গড়ে না উঠে তারা জন্য এমন করা হয়েছে। এই সরকার নতুন কিছু কাজ করছে না। এভাবে বেশিদূর এগোনো যায় না। মিথ্যার উপর আশ্রয় নিয়ে বেশিদিন চলে না। এসব যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে শাসন ক্ষমতায় বেশিদিন টোকা যায় না। এটা দুর্বলতার লক্ষণ। হতশাখা থেকে করছে যুবকরা এসব ঘরে ঘরে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি চলেছে। এসব কারোই তারা ভয় পোচ্ছে। এদিকে আক্রমণের ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ঘটনার অনেক পর ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশকে দলদাস হিসাবে মন্তব্য করছেন স্থানীয় কয়েকজন। যদিও লুটপাট, ভাঙচুর এবং ডাকাতির মতো ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। চ সপ্টেম্বরের কায়দায় একই চক্র গান্ধীগ্রামের নাগরিকরা দেখলো।

যেমন মাঠে ময়দানে সক্রিয়, তেমনি উল্টো দিকে বহিরাঙ্গাজের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশাসনের মেরন কোনও সমস্যা নেই। কারণ বহিরাঙ্গাজের পরীক্ষার্থীরা সংগঠিত নন। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দ্বারা বহিরাঙ্গাজের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সংগঠন। একই দাবিতে রাজ্যের সকলে উল্টো দিকে আন-এমপ্লয়েড ফোরাম। সঙ্গে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির আডমিট কার্ডও বাধ্যতামূলক দাবি করছে বেকারদের এই নতুন সংগঠন। একই দাবিতে মঙ্গলবার এই জেআরবিটি পরীক্ষার্থী বেকারের আত্মকল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক সমাবেশ করবে।

শুভ শঙ্খ

প্রতিবাদী কলাম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। শুভশঙ্খ পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্কর দেবনাথ ভারতবর্ষ লতা মঙ্গেশকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ভারতীয় সঙ্গীত জগতের ডিস্কো কিং বাণি লাহিড়ির স্মরণে এক স্মরণসভা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ শঙ্খ পত্রিকা, মোনালিসা ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমি এই শ্রদ্ধাজলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শ্রদ্ধানিবন্ধন ও নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন দীপঙ্কর দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। মোনালিসা ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ নিরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪৩												
					6			3				
5	3	4			6							
							8				9	
7	2		6		9	8	3					
	4	8	2	5	7			6	1			
	6	9						5	7			
					1	2						
					9					8		
2												
9			6	8	4				2			7

সংখ্যা ৪৪২ এর উত্তর	2	1	4	7	9	6	8	5	3
5	7	8	2	4	3	9	6	1	
6	9	3	5	1	8	2	7	4	
3	8	5	4	2	9	7	1	6	
1	6	9	8	5	7	3	4	2	
7	4	2	6	3	1	5	9	8	
4	2	1	9	8	5	6	3	7	
8	5	7	3	6	4	1	2	9	
9	3	6	1	7	2	4	8	5	

‘ছাত্রছাত্রীরা দেশ রাজ্যের ভবিষ্যৎ’



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীরা হলো দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ। আগামীদিনে তারাই প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মতো মানুষ হয়ে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে সমাজ গঠনে সচেষ্ট হবে। সমগ্র সমাজ তাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। আজ জিরানিয়ায় বীরেন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনএসএস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পরিশ্রুত পানীয়জলের ট্যাক উদ্বোধন করে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের দিনটির এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনুষ্ঠানে তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আজকের প্রতিযোগিতার যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের মাতৃভাষা এবং অপরের মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ভাষার সাথে তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। আজকের দিনের একটাই উদ্দেশ্য যাতে কোনও ভাষা হারিয়ে না যায়। ভাষা ও সংস্কৃতিতে একই মালায় গাঁথে সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশকে সুন্দর করতে হবে। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যারা এদিন রক্তদান করছেন তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয়ে থেকে বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী বের হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। যারা এই বিদ্যালয়ের জন্য জমি প্রদান করেছেন তাদেরকেও তিনি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আজ এই বিদ্যালয় বটবুক্ষে পরিণত হয়েছে। তিনি এনএসএস ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়তের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শঙ্কর সাহা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যগণ এবং অ্যালামিনির সদস্যগণ।

চুরির দায়ে গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাবার শিট চুরির অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত একরাই বাজারে অভিজিৎ দেববর্মী নামে ওই যুবককে আটক করা হয়। পুলিশের কাছে খবর আসে স্থানীয় লোকজন অভিজিতকে চুরির অভিযোগ, আটক করা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা আকু কান্তি দেববর্মী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পান তার ঘর থেকে রাবার শিট নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওই যুবক। অনুজ কান্তি দেববর্মী তাকে দেখে চিংকার জুড়ে দেন। এলাকাবাসী এসে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। কিছু উদ্ভম-মধ্যম দিয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ওই যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৬৮০/৪১১ ধারায় মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ৮/২২২। কল্যাণপুর থানার পুলিশ এখন অভিযুক্ত যুবককে জেরা করছে।

কাঠ বোঝাই মারুতি ভ্যান আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বনদপ্তরের দৈলতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিত্তীয় এলাকার বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। অবেধ চোরাই কাঠ পাচারের রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে পাচারকারীরা। ফের অবৈধ চোরাই কাঠ পাচার করার সময় বন দফতরের হাতে আটক হলো গাড়ি বোঝাই অবৈধ চোরাই কাঠ যদিও পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া

বন বিভাগের অধীন দাউছড়া এলাকায় টিআর০১কে০৬২০ নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি বোঝাই করে চোরাই কাঠ পাচারের খবর আসে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের আধিকারিকদের কাছে। এই গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের আধিকারিকরা দাউছড়া এলাকায় গিয়ে গাড়িটি কে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা মাত্রই গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পিছু ধাওয়ায় পর রতিয়া এলাকায় বন দফতরের হাতে আটক হয় ওই

দিনভর আটকে রেখে চালককে ছেড়ে দিল পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই লরির চালককে রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত আটকে রাখে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। তারা সন্দেহমূলকভাবে ওই চালককে আটক করে। রবিবার সন্ধ্যায় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পদ্মনগর এলাকায় স্কুটি এবং গাড়ির সংঘর্ষে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে একটি ট্রালপোর্টের গাড়ি স্কুটিতে ধাক্কা দিয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার রাত ১টা নাগাদ মেলারগির সিএনজি স্টেশন থেকে টিআর০১এআর ১৭০৬ নম্বরের লরি আটক করে। লরি চালক যেকোন বিশ্রামকে সেখান থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত তাকে পুলিশ কর্মীরা জেরা করে। তবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত লরির চালককে আটকে রাখা হয় থানাতেই। শেষ পর্যন্ত বিকেলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পুলিশ সূত্রে খবর, তাকে মঙ্গলবার পুনরায় থানায় আসতে বলা হয়। জানা গেছে, যেকোন বিশ্রামের বাড়ি বাস্তুমিয়ার পুলিশের সন্দেহ তার গাড়ির ধাক্কাতেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, ওই দুর্ঘটনায় মহিলার ছেলের গুরুতর আঘাতও আহত হন। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এখন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে গাড়িটি শনাক্ত করতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার।

পুজো দিতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধা বৃদ্ধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ঘরে পুজো দিতে গিয়ে শরীরে আগুন লেগে যায় এক বৃদ্ধার। ৬৫ বছরের শাস্তা চক্রবর্তী নামে ওই বৃদ্ধাকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সোমবার দুপুরে উদয়পুর মধ্যপাড়া এলাকায় এই ঘটনা। শাস্তা চক্রবর্তী ঠাকুর ঘরে পুজো দেওয়ার সময় তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। তার চিংকার শুনে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে আসেন। এতে তার প্রাণ রক্ষা হয়। তবে শরীরের কিছুটা অংশ বালসে গাছে বলে খবর। এই ঘটনায় বৃদ্ধা শাস্তা চক্রবর্তী খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীরাও চিংকার চোচামেচি শুনে ছুটে আসেন বৃদ্ধার বাড়ির সামনে।

অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটি গাড়ি তে থাকা পাচারকারীরা পালিয়ে যায় বলে বন বিভাগের কর্মীরা পুলিশের হেঁ। জানা যায়, গাড়িটিতে ২০ ফুট অবৈধ বহুমূল্যবান কাঠ ছিল। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানান, আটককৃত মূল্যবান অবৈধ চোরাই কাঠ সহ গাড়ির বাজার মূল্য আনুমানিক ৭৫ হাজার টাকা হবে। আগামী দিনে বনদপ্তরটিতে পালিয়ে যাওয়ার এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান বন দফতরের এক আধিকারিক।

প্রত্যাবর্তনের স্লোগানে যুব মোর্চার মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/উদয়পুর/ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন কর্মসূচি জোর কদমে রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার শাসক দলীয় সংগঠন যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন জেলাইবাড়ি মন্ডল বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে জেলাইবাড়ি বাজারে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আয়োজিত মিছিল ও বাজার সভায় যুব মোর্চার সভাপতি কেশব চৌধুরী, রাজ্য কমিটির সদস্য শঙ্কু মানিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই বাজার সভায় বক্তারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা সনম্মুখে তুলে ধরেন। গোট্টা রাজ্যের সাথে এদিন উদয়পুর



মহকুমার প্রত্যেকটি মন্ডলেও যুব মোর্চার উদ্যোগে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর আরেক পুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে জামতলা অঞ্চল থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় জামতলায় এসে সমাপ্ত হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত

ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়-সহ মন্ডল সভাপতি ও অন্যান্য লক্ষ্মণীয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা জানান, ২০২৩'র বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতিরাই এই রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

দিনের মিছিলে জনজাতি অংশের যুবক-যুবতিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্মণীয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা জানান, ২০২৩'র বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতিরাই এই রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

উদ্বোধনের আগেই ফাটল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি।। একদিকে বলা হচ্ছে সব কাজ যেন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি বলা হচ্ছে স্বচ্ছতা মেনে সব কাজ হচ্ছে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের শেষ নেই। এবার গুরুতর অভিযোগ উঠে এল করবু মহকুমার শিলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে। সেখানে ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি স্পোর্টস ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হয়েছে। অভিযোগ, সেই হল উদ্বোধনের

আগেই ফাটল দেখা দিয়েছে। কোটিং সেন্টারের ইনচার্জ নিলয় দেওয়ান এই অভিযোগ করেন। তিনি জানান, গত ডিসেম্বর নাগাদ বিল্ডিংটির নির্মাণ শেষ হয়। তবে উদ্বোধন না হলেও তিনি হল থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। নিলয় দেওয়ানের কথা অনুযায়ী উদ্বোধনের আগেই সেই বিল্ডিং-এর বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্র উঠছে নির্মাণ কাজ কর্তা সঠিকভাবে হয়েছে। এলাকাবাসীর তরফ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে

ঠিকোদার নিয়মানুযায়ী কাজ করেছে। সেই কারণেই উদ্বোধনের আগে ফাটল সামনে এসেছে। দাবি উঠছে সংশ্লিষ্ট দফতর যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদি সরকারি অর্থ সঠিকভাবে খরচ না হয় তাহলে সাধারণ নাগরিকরা কিভাবে তা ব্যবহার করবেন। এখন প্রশ্র উঠছে, নির্মাণ সংস্থা কাজ করলেও সংশ্লিষ্ট দফতর কি সেই কাজে তদারকি করেন? যিনি তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পানীয় জলের সমস্যায় দুর্ভোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পানীয় জলের সমস্যায় দুর্ভোগে রয়েছে এলাকাবাসীরা। বহু বছরের পুরনো চাপকল যীরে যীরে অকাজে হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হচ্ছে নাগরিকদের। ঘটনা জঙ্গাইজলা আর ডিরেক্টর অফিস জেলাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায়, জানা গেছে, ২৫ বছর পূর্বে চাপ কল ওই এলাকায় বসানো

হয়েছিল। সেই চাপকলটি যীরে যীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় জলের জন্য। কেননা চাপকলটি ঠিকভাবে কাজ করছে না। ঠিকভাবে কাজ করতে চাপ কলটির ঘট্টানাক্ষয় লেগে যায়, তারপর জল মেলে নাগরিকদের। এমনিতেই উঁচু টিলা ভূমিতে অবস্থিত জলাধিবাড়ি এলাকা। গোদের ওপর বিষ ফেঁড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখ্য মরতম। এই সময়ে

জল স্তর নিচে নেমে যায়। যার ফলে এলাকার নাগরিকদের অনেক দূর দুরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। এলাকার নাগরিকদের দাবি, জঙ্গাইবাড়ি ভিলেজ কমিটি এবং জঙ্গাইজলা রকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা পানীয়জলের সমস্যা নিরসনে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কুখ্যাত চোর গ্রেফতার অসমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমতলা/চুরাইবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অসমের শনিছড়ার কুখ্যাত চোরকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিল পাথারকাদি থানার পুলিশ। অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় আস সূচি করছে সেই অভিযুক্ত যুবক। ধৃতের নাম নিয়াজ উদ্দিন। তার বাড়ি উত্তর জেলার শনিছড়া এলাকা। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে তাকে গ্রেফতার করে। পাথারকাদি থানার পুলিশের সহযোগিতায় এক অভিযান চালিয়ে অসমের হৈতরঙ্গ গ্রাম থেকে তাকে জালে তোলা হয়। পাথারকাদি থানার অভিযুক্তকে এক গোপন ডেরা থেকে আটক করা হয়। পরে সেখান থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসে। নিয়াজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশের খাতায় একাধিক মামলা আছে। গ্রেফতার এড়াতে অভিযুক্ত নিয়াজ উদ্দিন শেষ পর্যন্ত অসমের বরাক উপত্যকা-সহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়গোপন করে। সম্প্রতি একটি মামলায় জড়িয়ে ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে নিজের জ্বীকে সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জের ভাড়াবাড়িতে চলে আসে নিয়াজ উদ্দিন। এই খবর জানতে পারে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তাই তারা পাথারকাদি থানার পুলিশের সহযোগিতায় কুখ্যাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাকে মঙ্গলবার ধর্মনগর আদালতে পেশ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি
কেব্রীয়া বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক সরবরাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থা) রেগুলেশন ২০১০ ইং এর ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা বিদ্যুৎ অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী পর্ষদ কর্তৃক ২০২২ ইং সনের ইলেকট্রিকেল সুপার ভাইজার ও অপারেটিভ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কম্যান এর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা আগামী জুন ও জুলাই ২০২২ইং সনে যথাক্রমে গ্রহণ করা হইবে। এত দ্বারা আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের জানানো যাইতেছে যে আবেদন পত্র (ফর্ম-এ) এবং সিলেবাস (বুকলেট) আগামী ১লা মার্চ ২০২২ ইং হইতে ২৫শে মার্চ ২০২২ ইং বরা ১১টা হইতে বিকাল ৪-৩০ টা পর্যন্ত প্রত্যহ অফিস চলাকালীন যেকোন দিন আগরতলা বৈদ্যুতিক পরিদপ্তরের কার্যালয় হইতে ৬০/- (ষাট) টাকা মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাইবে।
উক্ত পরীক্ষার আবেদন পত্র (ফর্ম-এ) ৩১ শে মার্চ ২০২২ ইং বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। উক্ত তারিখের পরে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে না।
ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরস লাইসেন্স এর ফর্ম (ফর্ম-ডি) ১০/- (দশ) টাকা মূল্যের বিনিময়ে উক্ত তারিখ হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং আবেদনপত্র ৩১ মার্চ ২০২২ইং বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।
স্বাক্ষর অস্পষ্ট (ইং সূজিত দাস) বৈদ্যুতিক পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে সচিব ত্রিপুরা ইলেকট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পং)।
Dated : 21st February, 2022
NOTIFICATION
The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview and written exam in the month of June /July for awarding the certificate/Licence for "Competency to Supervising Workman" and "Operative Electrical Workman" and "Electrical Contractor Licence" for the year 2022 in compliance with Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) (CEA) Regulations - 2010 and Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2019. In this regard, Form A and Form-D for applying in appropriate category will be issued w.e.f 01/03/2022 to 25/03/2022 at 11 AM to 4.30 PM and will be received up to 31/03/2022, 5.00 PM in the office of the undersigned.
Sd/- Illegible (Er. Sujit Das) Electrical Inspector (Ex-Officio Secretary, TELB) Gurkhabasti, Agartala, Tripura (W)

ঘরের সব আসবাবপত্র-সহ উদ্ধাও পুলিশ কর্মীর স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাগ অভিমান করে মহিলার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা একে অনেক শোনা গেছে, কিন্তু তেওরা আসবাবপত্র-সহ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা হয়তো এবারই প্রথম। ব্যতিক্রমী



ঘটনার সাক্ষী হলেন জঙ্গাইজলা রকের পাথালিয়াঘাট এলাকার মানুষ। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় যার সাথে গোট্টা ঘটনা তিনি একজন পুলিশ কর্মী। শুধু তাই নয়, এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরার দেহরক্ষী। তার নাম কলম বাবু। পুলিশ কর্মী কলম রবিবার ছুটি নিয়ে রাত ৭টা নাগাদ

প্রতিবেশীরা তাকে বারান্দায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ছুটে আসেন। তখনই তারা জানতে পারেন কলম ত্রিপুরার স্ত্রী কবিতা ত্রিপুরা এবং তাদের ছেলে কোথাও চলে গেছেন। কলম ত্রিপুরার কথা অনুযায়ী স্ত্রী বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় সমস্ত আসবাবপত্র সাথে করে নিয়ে যান। ওই সময় কলম বাবু

বাড়িতে না থাকলেও স্ত্রী এবং ঘরের আসবাবপত্র উদ্ধাও দেখেই তিনি এমটাটা সন্দেহ করছেন। এখন প্রশ্র উঠছে, ঘরের থালাবাসন-সহ সবকিছু নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কবিতা ত্রিপুরা কি বুঝাতে চেয়েছেন। শেষমেষ ঘুম থেকে উঠে কলম ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন অভিযোগ জানাতে। পুলিশের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, তিনি ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পর জানতে পারেন ঘরের সবকিছু উদ্ধাও। পাশাপাশি এও বলেন, তার ছেলে এবং স্ত্রী সবকিছু নিয়ে গেছে। কি কারণে স্বামী সাহায্যে এতটা অভিমান করলেন কবিতা ত্রিপুরা? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা যায়নি। তবে গ্রামের মানুষ এই ঘটনায় একেবারে হতবাক। তারা কলম ত্রিপুরার অসহায়ত্ব দেখে তাকে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। কলম বাবুও এই ঘটনায় এতটাই ধাক্কা খেয়েছেন যে তিনি বেশ কিছু বলতে চাননি।

দুর্ঘটনা বন্ধ নেই তেলিয়ামুড়ায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ায় যান দুর্ঘটনা রগটন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট জারংইলংবাড়ি এবং করইলং এলাকায় পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম দুর্ঘটনা করইলং এলাকায়। ওই দুর্ঘটনায় আহত হন বাইক চালক। তাকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনী তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। অপরদিকে জারংইলংবাড়ি এলাকায় তিনজন শ্রমিক কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাদের রিকশায় ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী অটো। এতে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গোলাপ বাড়ির, কল্লনা বাড়ির এবং সবিতা বাড়িরকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। একের পর এক দুর্ঘটনায় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে।

ধর্মের ষাঁড়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ নাগরিক সমাজ, নীরব প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মের ষাঁড়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। পশ্চিম কাঞ্চনমালা এলাকায় বেশ কয়েকটি ধর্মের ষাঁড়কে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেই ধর্মের ষাঁড় কৃষি জমিতে গিয়ে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। এমনিতে ওই এলাকায় বানরের উৎপাত চলে। তার উপর ধর্মের ষাঁড়ের যন্ত্রণায় পশ্চিম কাঞ্চনমালাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এক কথায় তাদের রাতের ঘুম উবে গেছে। কারণ, অন্ধকারেই কৃষি জমিতে গিয়ে ফসল নষ্ট করে দেয় ষাঁড়ের দল। তারা জানান, কখনও যদি তারা ষাঁড়ের পেছনে ধাওয়া করেন উল্টো ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসে। গরিব অংশের মানুষ প্রশাসনের কাছে এখন সহযোগিতা চাইছেন। ধর্মের ষাঁড়গুলিকে এলাকা ছাড়া করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মায়ের বকুনি খেয়ে নিখোঁজ ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মায়ের বকুনি খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বহু শ্রেণির ছাত্র সর্মীর পাল। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন লালটিলা এলাকায়। সর্মীরের মা জানান, রবিবার পড়াশোনার জন্য তিনি ছেলেকে শাসন করছিলেন। এরপরই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সোমবার রাত পর্যন্ত তারা বিভিন্ন মারায় খোঁজাখুঁজি করেও সর্মীরের সন্ধান পাননি। তাই বিশালগড় থানায় এসে এই বিষয়ে মিসিং ডায়েরী করেন। সর্মীরের মা খুবই কাতরভাবে পুলিশের কাছে আবেদন করেছেন তার ছেলেকে যেন দ্রুত খুঁজে বের করা হয়। ছেলেকে না পেয়ে তিনি খুবই উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি জানানোর কাছের সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন ছেলেকে যেন খুঁজে বের করতে সাহায্য করেন।

বোঝা হয়ে নয়, রোজগারি হতে চান হারাধন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। জীবনে অনেক স্বপ্ন থাকা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ায় সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না।

সাথে সাথে হারাধন শীলের চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন হয়। তার পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে রয়েছেন সেই আক্ষেপ হারাধনকে দিনে দিনে বাঁচিয়ে তুলছে।



তারপরেও মা এবং বড় ভাই-সহ বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সেবাযত্নে নিজের বাড়িতেই কোনরকমভাবে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। দিব্যাদ হলো জীবনে কিছু একটা করার অনেক

স্বপ্ন রয়েছে হারাধনের। পরিবারের অবস্থাও আর্থিক দিক দিয়ে সেরকম সচ্ছল নয়। টানটান পাড়ের মধ্যে হারাধন শীল শিক্ষণীয় দিক দিয়ে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। তাই পরিবারের কাছে বোঝা না হয়ে নিজে ঝাঁকর জন্য কিছু একটা করতে চান। এমনভাবেই সেবাযত্নে হারাধন হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছেন বীটার জন্য একটা রোজগারের পথ যাতে বের করে দেন এবং সেই সাথে চলাফেরা করার জন্য একটি ইলেকট্রনিক হুইল চেয়ারের ব্যবস্থার আবেদন জানান তিনি। তিনি আশাবাহী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনার এই আকুল আবেদনে অবশ্যই সাড়া দেবেন। এখন দেখার বিষয়, দিব্যাদ হারাধন শীলের আকুল আবেদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বব কুমার দেব কর্তৃক সন্যত্নত্বিত হন। সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার জনগণ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER				
The under signed for and on behalf of the Government of Tripura invites e-Tender from the Soya Chunk Mills, / Soya Chunk Importers / Bulk Soya Chunk Suppliers of India for supply of-total 1800-MT (tentative) Soya Chunk in 200 gm packets out of 2021-22 seasons production (not before March 2022) to different State Food Godowns during the period from April 2022 to March 2023 at the sole discretion of the Food CS&CA Department.				
2. Interested Bidders may see & download the NIT Document from the website 'https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. However, e-Bidding to be made only through 'https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. Last date & time of submission of Bid is 22.03.2022 up to 3.00 PM.				
Sd/- Illegible (Tapan Kr Das) Addl. Secretary & Director Food, Civil Supplies & CA Government of Tripura				
ICA-C-3812-22				
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/ AMB/37/2021-22 Dated 19/02/2022				
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Ambassa: Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 17.00 Hrs. on 02.03.2022				
Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1.	DNleT No.EE-IED/AMB/228/2021-22	Rs. 526,425.00	Rs. 5,264.00	30 (Thirty) Days
Last date and time for document downloading and bidding is on 02.03.2022 upto 17.00 Hrs. and opening of bid at 12.00 Hrs. on 03.03.2022 , if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in				
Note:				
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER				
For and on behalf of the Governor of Tripura				
Sd/- Illegible Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Ambassa Dhalai Tripura M : 9436168836				
ICA/C-3819-22				

শেষ ম্যাচ নিয়ে সংকটে টিএফএ

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের বিতর্কিত ম্যাচের অবশিষ্ট ২০ মিনিট খেলা হবে। অবশ্য টিএফএ-র তরফে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দুইটি ক্লাব নাকি প্রাথমিকভাবে রাজিও হয়েছিল। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই ম্যাচ নিয়ে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে। যতদূর খবর পাওয়া গেছে, এই ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত হবে না। কোন একটি দল কিংবা দুইটি দল হলেও ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত পাবে। এক দলের ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দলের ফুটবলাররাও

সোমবার থেকে শহর ছাড়তে শুরু করেছে। টিএফএ-র তরফে লিগ কমিটি দুইটি ক্লাবকেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ম্যাচের দিন যাতে নির্দিষ্ট সময়ে তারা উপস্থিত থাকে। কিন্তু ঘটনা হলো, কোন দলের সামনেই আর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ নেই। সেই খেতাব তুলে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। রামকৃষ্ণ বা এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচে বিজয়ী দল শুধুমাত্র রানার্সআপ হতে পারে। খেতাব দখলের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করা দলগুলি শুধুমাত্র রানার্স হওয়ার লক্ষ্যে খেলতে নামবে এমন ভাবা খুব কঠিন। টিএফএ-কে নাকি একটি ক্লাব জানিয়ে দিয়েছে, তারা নাকি খেলতে

পারবে না। অন্য দল এখনও পর্যন্ত খেতাব হারানোর শোকে কাতর। তারাও আগামীকাল এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে চল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচে উমাকান্ত মাঠে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিভিন্ন কারণে ম্যাচটি শেষ হয়নি। ২০ মিনিট আগেই রেফারিরা মাঠ ছেড়ে চলে যান। এরপর লিগ কমিটি এবং গভর্নিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যে, এই ম্যাচের অবশিষ্ট অংশ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি দুইটি দল তাকেই খেলতে হবে। প্রাথমিকভাবে এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব দুইটি দলই রাজি হয়। আসলে তখনও ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম এগিয়ে

চল সংঘের ম্যাচ বাকি ছিল। যদি ওই ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ জিতে যেতো তবে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ২০ মিনিটের অবশিষ্ট ম্যাচের গুরুত্ব ছিল। কিন্তু তাতে জল ঢেলে দিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘকে লভভঙ্গ করে খেতাব তুলে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফলে ২৩ ফেব্রুয়ারির ম্যাচটি এখন কার্যতঃ গুরুত্বহীন। যারা জিতবে তারা হয়তো রানার্সআপ হবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে খেতাবের লক্ষ্যে মাঠে নামা দুইটি দল মোটেই রানার্সআপ খেতাবের জন্য মাঠে লড়বে না। এই অবস্থায় প্রকৃত অর্থেই গভীর সংকটে পড়েছে টিএফএ।

৬ বছর পর টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েই ইভেনে ইতিহাস গড়েছেন রোহিত শর্মা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ পকেটে পুরেছে টিম ইন্ডিয়া। আর তারপরই শিবিরে এল সুখবর। ৬ বছর পর আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেল ভারত।গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই ভারতীয় টি-২০ ফরম্যাটে ইতি ঘটেছে বিরটি রাজের। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাকে। আর তিনি ফুলটাইম অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ ৩-০ জয়ের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজে পোলার্ড বাহিনীকে চুনকাম করতে সফল রোহিতের ভারত। রবি-রাত্তে ইভেনে ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে টুফি ঘরে তুলতেই টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বর স্থান দখল করল দল শেষবার ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে টি-২০ র‍্যাঙ্কিং শীর্ষে পৌঁছেছিল ভারত। তারপর থেকে দল প্রথম পাঁচে থাকলেও এক নম্বরে পৌঁছতে ব্যর্থই হয় ভারত। কিন্তু ক্যাপ্টেন রোহিতের হাত ধরে ফের সেরার সেরা হয়ে উঠল টিম ইন্ডিয়া। গত বছর থেকে টানা ৯টি ম্যাচে এসেছে জয়। যার মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-০ এবং সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ৩-০ জয়ও রয়েছে।এর ফলে ইয়ান মর্গ্যানের ইংল্যান্ডকে গাল্টিয়াত করে ফেললেন রোহিতরা। সোমবার বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাৱ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩৯টি ম্যাচে দুই দলেরই পয়েন্ট ২৬৯। তবে ভারতের সার্বিক পয়েন্ট ১০, ৪৮৪। সেখানে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ১০, ৪৭৪। সেই কারণেই এক নম্বরে ভারত। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান (২৬৬), নিউজিল্যান্ড (২৫৫) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (২৫৩)। ২৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বরে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

পূর্বোত্তর জোন ফুটবলের পরিকল্পনা



প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : পূর্বোত্তরের আটটি রাজ্যকে নিয়ে একটি ধারাবাহিক ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে এই বছর আগরতলাতেই হবে তার প্রথম সংস্করণ। সোমবার পূর্বোত্তরের ছয়টি রাজ্যের ফুটবল সচিব এবং সভাপতিরা আগরতলায় এসেছেন। এদিন টিএফএ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন তারা। মূলতঃ পূর্বোত্তর জোনভিত্তিক ফুটবল কিভাবে করা

যায় তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। পূর্বোত্তরের ফুটবলের আরও বেশি উন্নয়নের জন্য প্রতিটি রাজ্য একজোট হয়ে চলতে চায়। এমনিতেই বর্তমানে জাতীয় ক্ষেত্রে ফুটবলে পূর্বোত্তরের কয়েকটি রাজ্য বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এরই পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যগুলিও যাতে দেশিয় ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে পারে তার জন্যই এই ধারাবাহিক পূর্বোত্তর জোনভিত্তিক জয়গা করে নিয়েছে। এরই ফুটবলের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং

সিকিমের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এদিন টিএফএ-র কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন। আগামীকাল বিকাল সাড়ে চারটায় মহাকরণে তারা বৈঠকে বসবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-র সাথে। সেখানেই পূর্বোত্তর ফুটবল নিয়ে একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হবে। এরপর প্রত্যেক রাজ্যের অ্যাসোসিয়েশন তাদের নিজেরদর রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করবে। তারপর চূড়ান্ত হবে সব কিছু। সব কিছু ঠিক থাকলে প্রথম বছরের আসর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে।

বেদব্রত-র বিস্ফোরক ব্যাটিং-এ জয়ী এনএসআরসিসি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটেও তার ব্যাটিং দাপট দেখা গিয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরেই সদরের বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে দাপট দেখিয়ে চলেছে। এবার অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটেও বেদব্রত ভট্টাচার্য রানের ফুলঝুরি ছুটিাতে শুরু ওভার বাউন্ডারি মারছে একাটি ১০ ক্রিকেটের ছেলের ছেলে। এদিন টিএফএ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন তারা। মূলতঃ পূর্বোত্তর জোনভিত্তিক ফুটবল কিভাবে করা

কোচরা। সেখানে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন ব্যাটসম্যান রীতিমত পরিণত ব্যাটসম্যানের মতো ব্যাটিং করছে। এটাই হলো আশঙ্কার। এর নেপথ্য কারণটা খুঁজে বের করার কথা টিসিএ-র। কিন্তু তারা আবার অন্য ধাতুতে গড়া। প্রতিযোগিতা শুরু করা কিংবা সফলভাবে সংগঠিত করা এসবের চেয়েও তাদের কাছে গুরুত্ব পায় মাঠ বা স্টেডিয়াম পরিদর্শন। সুতরাং অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরুতেই একটা বা ১৪ বছরের ছেলে। বিষয়টা কিন্তু অবিশ্বাস্য। ক্রিকেট কোচরা কিন্তু কখনই এই বয়সি ক্রিকেটারদের ওভার বাউন্ডারি মারতে দেখান না। ডিফেন্স মজবুত করা এবং কপিবুক স্ট্রোকার উ পরই জোর দেন

নির্বাচকদের। বেদব্রত-র ইনিংসে ছিল ১৫টি বাউন্ডারি এবং ৮টি ওভার বাউন্ডারি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৩০৩ রান করে। বেদব্রত ছাড়া দীপঙ্কর ভাটনগর করে ৪৭ রান। এছাড়া দেবজ্যোতি পাল করে ৪৬ রান। এডিনগরের হয়ে তন্ময় মজুমদার ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ২৭.৪ ওভারে মাত্র ৮২ রানে অলআউট হয়ে যায়। ২২১ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় এনএসআরসিসি। বিজয়ী দলের হয়ে ব্যাটিং-র পর বল হাতেও সফল বেদব্রত। মাত্র ৪ রানে তুলে নেয় ৩টি উইকেট। এছাড়া বিস্ময় পাল ৩টি উইকেট নেয়।

১৬ বছরেই জায়ান্ট কিলার!

ভারতীয় কিশোরের চালে কিঙ্টিমাত বিশ্বসেরা কার্লসেন

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ১৬ বছরের কিশোর রশেশবাবু প্রজ্ঞা ন্যাথার দবার চালে মাত বিশ্বসেরা কার্লসেনকে হারানোর কৃতিত্ব অর্জন করল প্রজ্ঞনা। এর আগে বিশ্বনাথান আনন্দ ও পি হরি কৃষ্ণের কাছে হার মেনেছিলেন কার্লসেন। তবে তারা বয়সে প্রজ্ঞনার থেকে বড় ছিলেন। কার্লসেনের অর্ধেক বয়সি প্রজ্ঞনা। কিন্তু এদিন প্রজ্ঞনার কাছে হার মানতে হয় তাঁকে এই জয়ের উদযাপন কীভাবে করবে কিশোর দাবাড়ু কার্লসেনকে হারানোর পরে এই প্রশ্ন উড়় আসে তার দিকে। প্রায় সালে মাত্র ১০ বছর ১০ মাস ১৯ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে গ্র্যান্ড

মাস্টার হয়ে চমকে দিয়েছিল প্রজ্ঞনা নান্দা। চার বছর বাদে ফের চমক দিল সে। তৃতীয়া ভারতীয় হিসাবে কার্লসেনকে হারানোর কৃতিত্ব অর্জন করল প্রজ্ঞনা। এর আগে বিশ্বনাথান আনন্দ ও পি হরি কৃষ্ণের কাছে হার মেনেছিলেন কার্লসেন। তবে তারা বয়সে প্রজ্ঞনার থেকে বড় ছিলেন। কার্লসেনের অর্ধেক বয়সি প্রজ্ঞনা। কিন্তু এদিন প্রজ্ঞনার কাছে হার মানতে হয় তাঁকে এই জয়ের উদযাপন কীভাবে করবে কিশোর দাবাড়ু কার্লসেনকে হারানোর পরে এই প্রশ্ন উড়় আসে তার দিকে। প্রায় সালে মাত্র ১০ বছর ১০ মাস ১৯ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে গ্র্যান্ড

মাস্টার হয়ে চমকে দিয়েছিল প্রজ্ঞনা নান্দা। চার বছর বাদে ফের চমক দিল সে। তৃতীয়া ভারতীয় হিসাবে কার্লসেনকে হারানোর কৃতিত্ব অর্জন করল প্রজ্ঞনা। এর আগে বিশ্বনাথান আনন্দ ও পি হরি কৃষ্ণের কাছে হার মেনেছিলেন কার্লসেন। তবে তারা বয়সে প্রজ্ঞনার থেকে বড় ছিলেন। কার্লসেনের অর্ধেক বয়সি প্রজ্ঞনা। কিন্তু এদিন প্রজ্ঞনার কাছে হার মানতে হয় তাঁকে এই জয়ের উদযাপন কীভাবে করবে কিশোর দাবাড়ু কার্লসেনকে হারানোর পরে এই প্রশ্ন উড়় আসে তার দিকে। প্রায় সালে মাত্র ১০ বছর ১০ মাস ১৯ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে গ্র্যান্ড

দিল্লিতে রঞ্জি ট্রফির যুদ্ধ

হিমাচল ম্যাচে প্রথম একাদশে অমিত আলি-কে চাইছে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার অভিমান এবার হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হিমাচল প্রদেশ অবশ্য রঞ্জি ট্রফিতে তাদের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাবের সাথে ড্র করেছে। তবে পাঞ্জাব প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে পেয়েছে তিন পয়েন্ট। হিমাচল প্রদেশ ত্রিপুরার মতো এক পয়েন্ট। পাঞ্জাব-হিমাচল প্রদেশ ম্যাচকে কিন্তু প্রায় ১০০০ রান উঠে। হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার বোলারদের ব্যর্থতার মধ্যে উজ্জ্বল অবশ্য বিশাল, সমিৎ-দেব ব্যাটিং। হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে কিন্তু ত্রিপুরার বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে কিংবা বোলারদের জ্বলে উঠতে হবে। মনে রাখতে হবে, রঞ্জি ট্রফির চারদিনের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রথম ইনিংস। রঞ্জি ট্রফিতে সরাসরি ম্যাচের ফয়সাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই ক্ষেত্রে প্রথম ইনিংস

গুরুত্বপূর্ণ। হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার বোলিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সুতরাং হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে ত্রিপুরার চিফ কোচকে বোলিং বিভাগ নিয়ে ভাবতে হবে। ডেমনি টিসিএ-র নির্বাচকদেরও দল নিয়ে ভাবতে হবে। অমিত আলি-কে হরিয়ানা ম্যাচে কেন খেলানো হয়নি সেই সম্পর্কে কোন সঠিক কারণ না টিম ম্যানেজমেন্ট না নির্বাচক কমিটির কেউ দিতে পেরেছেন। সমীর হাতিয়ে হরতো ভুলে গেছেন যে, অমিত আলি নামে একজন বোলার ত্রিপুরা দলে আছে যে এবারের আইপিএল-র নিলামে ডাক পেয়েছিল। আসলে ভিনরাজ্যের কোচদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা অতিথি তথা পেশাদার ক্রিকেটারদের প্রতি একটু বেশি দুর্বল হন। হয়তো তাই অমিত আলি-র নাম মনে করেননি। তবে হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে প্রথম একাদশে অমিত আলি-কে চাইছে ত্রিপুরা। রাজ্যের এক সিনিয়র কোচ বলেন, ক্রিকেট একটা মানসিক

চাপের খেলা। এখানে আপনি প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যান বা বোলারদের উপর যদি মানসিক চাপ তৈরি করতে না পারেন তাহলে ২২ গজে সাফল্য পাওয়া কঠিন। অমিত আলি যেহেতু এখন শিরোনামে রয়েছে তখন তাকে প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত ছিল। অমিত আলি বোলিং করতে এলে প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানরা নিশ্চয় খানিকটা চাপে থাকবে। তবে হরিয়ানা ম্যাচ শেষ। এখন হিমাচল প্রদেশ ম্যাচ। আর হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে অমিত আলি-কে ত্রিপুরা দলে ভীষণ প্রয়োজন বলে ওই কোচের দাবি। হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার বোলিং বিভাগকে দুর্বল মনে হয়েছে। তাই হিমাচল ম্যাচে বোলারদের যেমন আরও বাড়ি় নিতে হবে তেমনি বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে অমিত-কে দলে দরকার। হিমাচল প্রদেশ একাদশের একদিনের জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে

চ্যাম্পিয়ন। সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দল নামাতে হবে। পাঞ্জাব ম্যাচে হিমাচল প্রদেশ কিন্তু ব্যাটে একবারে খারাপ করেনি। পাশাপাশি প্রয়াতের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। অরবিন্দ সংঘ ক্রিকেটে জয়ী বেস্ট ইলেভেন প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : গীতা রানি দাস স্মৃতি কনকআউট ক্রিকেটে সোমবার জয় পেয়েছে বেস্ট ইলেভেন। অরবিন্দ সংঘ আয়োজিত এই আসরে এদিন বেস্ট ইলেভেন এবং আলিঙ্গন প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ম্যাচে আলিঙ্গন-কে হারিয়ে দিয়েছে বেস্ট ইলেভেন। বিজয়ী দলের হয়ে সুবোধ ৬২ রান করার সুবাদে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে। আগামীকাল ত্রিপুরেশ্বরী বনাম এপি স্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ মনমোহন দাস স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। সোমবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস, সিংনৈ ঘোষ, তাপস নাগ, বিমান দেব সহ অনাররা। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি কামালঘাট স্কুল মাঠে আসরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া ক্রিকেটারদের জন্য আরও সম্মানজনক ব্যবস্থার কথা ভাবা



ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিধায়ক দেবতী মোহন দাস, টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ত্রিপুরার বাইরে থেকেও কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করতে পারে বলে জানানো হয়েছে

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

📞 9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

শহরে দুই খুন, আতঙ্ক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। শহরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে রবীন্দ্র কানন পার্কে র ভেতর। অন্যটি ভট্টপুকুরের কালীটিলা এলাকায়। দুই ক্ষেত্রেই মৃতরা যুবক। এর মধ্যে রবীন্দ্র কাননে উদ্ধার যুবকের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি পুলিশ। দুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শীরা খুনের অভিযোগ এনেছেন। সোমবার সকালে ভট্টপুকুরের কালীটিলায় হরিনারায়ণ দেবের (৪৬) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার বাড়িও ভট্টপুকুরে। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানান, রবিবার রাত ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন হরিনারায়ণ। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তার মাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছিল।

এরপরই রাতে আর তার খবর মিলেনি। সকালে পুকুরে মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এদিনই রবীন্দ্র কাননে আনুমানিক ২৬ বছরের এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। রবীন্দ্র কাননের ভেতর একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহটি উদ্ধার হয়। নিরাপত্তা বেষ্টিত এই এলাকায় খুন করা হয়েছে বলে দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে এনসিসি থানায় খবর দেন। কিন্তু এটি ফাঁসিতে মৃত্যু নয় বলেই মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। মৃতদেহ দেখলে সহজেই অনুমান করা গেছে এটি খুন হতে পারে। খুন করে দেহটি খুলানো হতে পারে। তবে মৃতের পরিচয় না জানা যাওয়ায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। এনসিসি

থানার এক পুলিশ অফিসার জানান, কিভাবে মারা গেছে নিশ্চিত নয়। আমরা মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে চেষ্টা করছি। এছাড়া কিভাবে মৃতদেহটি এখানে এসেছে তা আশপাশ এলাকায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হবে। এদিকে, এই মৃতদেহ ঘিরে সকালে ভিডিও জমে যায় রবীন্দ্র কাননের সামনে। আশপাশের অনেকে আটো চালকরা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খুন বলেই মনে করেছেন। শহরে অপরাধ বাড়ছে বলে অভিযোগ। পুলিশের এসপি থেকে শুরু করে থানার ওসি পর্যন্ত নতুন অফিসারের সাজিয়ে নেওয়া হলেও কার্যত খুন এবং চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা বন্ধ করতে তারা ব্যর্থ। শুধুমাত্র ছোটখাটো নেশা আরবাবির ক্রেতার কাছ থেকেই চাকচাক্যল পিটিয়ে যাচ্ছে এই পুলিশ অফিসাররা। এই সুযোগে গুরুতর অপরাধীরা প্রত্যেকদিনই নিজেরদের কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

টিএসআর নিয়োগ : সুপ্রিম কোর্টে সময় চাইলো রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। টিএসআর'র চারটির দাবিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলার এখনও জবাব এখন বলা হচ্ছে দুই নম্বরী উপায়ে আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের দাবি, এমন কিছু হলে প্রমাণ দেখাও। ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার টিএসআর'র নিয়োগ র্যালি শুরু করেছিল। শারীরিক মাপের পর নিয়োগের দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তারপর বক্তব্য, ১৯৯৪ সাল থেকে টিএসআর-এ একই নিয়মে নিয়োগ হচ্ছে। এই নিয়মেই ২০১৬ সালের টিএসআর'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম। শুধুমাত্র অফার পাওয়ার বাকি ছিল। এই সময়ে রাজ্য সরকার

বদল হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের বিষয়টি ভাববেন। কারণ তিনি নিজেও একজন যুবক। অথচ শুভানি হরিন। শেষ পর্যন্ত গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মামলাটির শুনানি হয়। বিক্ষুব্ধ বেকাররা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এখনও তাদের বক্তব্য জানায়নি। ১৭ ফেব্রুয়ারি আবারও ৭ দিনের সময় চেয়েছে রাজ্য সরকার। বেকারদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যুবকদের পাশে আছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। নতুন কিছু চেয়েছিলাম। এজন্য বিপ্লব দেবকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চেয়ে ভোট দিই। এখন আমাদের কথা শুনছেন না কেউ।

হয়ে যায় ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে। এরপরই মামলা হয় দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। করোনার কারণে বহুদিন ধরে মামলার শুনানি হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মামলাটির শুনানি হয়। বিক্ষুব্ধ বেকাররা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে এখনও তাদের বক্তব্য জানায়নি। ১৭ ফেব্রুয়ারি আবারও ৭ দিনের সময় চেয়েছে রাজ্য সরকার। বেকারদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যুবকদের পাশে আছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। নতুন কিছু চেয়েছিলাম। এজন্য বিপ্লব দেবকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চেয়ে ভোট দিই। এখন আমাদের কথা শুনছেন না কেউ।

জিতেনকে নোটিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরীকে নোটিশ দিলো বিজেপি লিগ্যাল সেল। সামাজিক মাধ্যমে জিতেন চৌধুরীর একটি পোস্ট তুলে নিতে এই নোটিশ। পোস্টটি না তুলে নিলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা বলা হয়েছে। নোটিশটি দিয়েছেন বিজেপি লিগ্যাল সেলের কনভেনার বিশ্বজিৎ দেব। সোমবারই এই নোটিশ দেওয়া হয়। দুদিন আগেই জিতেন চৌধুরী ইউটিউবের একটি খবর ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। পোস্টে উল্লেখ করেছিল পুকুর ভরাট করে ২৭ কানি জমি বিক্রি করে বিধায়ক কোটি টাকা চেয়েছে। দেবরামপুর থাম পঞ্চায়েতে এই ঘটনার অভিযোগ এনে সামাজিক মাধ্যমে ইউটিউব আর ফেসবুকে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। খবর দেখে জিতেন চৌধুরী রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিজেপি আইজিও শাখার কুশলবদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে রাজ্যের জনগণকে তাদের নেতা এবং মন্ত্রীদের বিষয়ে

● এরপর দুইয়ে পাঠায়

নিত্য সন্ত্রাসে হতাহত দুই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর / কাকড়াবন, ২১ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের ট্র্যাডিশন চলছে গোটা রাজ্যে। সোমবার সাতসকালে কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পালটাটা প্রজেক্টের সামনে মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২৬ বছরের প্রাণতোষ সূত্রধরের। তার বাড়ি উদয়পুর রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। এদিন সকালে প্রাণতোষ বাইক নিয়ে জামজুরি থেকে মেলাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টা নাগাদ পালটাটা প্রজেক্টের সামনে তার বাইকের সাথে একটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। স্কুটিতে ছিলেন ২৫ বছরের মহাবল দাস। তার বাড়ি উদয়পুর অমরসাগর পাড়। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন স্কুটি চালক মহাবল। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা

অনুযায়ী স্কুটি এবং বাইক খুবই দ্রুতগতিতে ছিল। যে কারণে দুর্ঘটনাই মারাত্মকভাবে আঘাত পান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বাইক এবং স্কুটি চালককে দমকল বাহিনী উদ্ধার করে নিয়ে আসে গোমতী জেলা হাসপাতালে। সেখানেই প্রাণতোষ সূত্রধরকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মহাবল দাসকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। নিহত প্রাণতোষ সূত্রধর বেসকারি সংস্থায় কর্মরত। তিনি একটি ফিনান্স কোম্পানির ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন। তার কর্মস্থল মেলাঘরে। সেখানে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনার মহাবল পড়েন তিনি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রাণতোষের পরিজনরা হাসপাতালে গিয়ে তার মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সকলেই এই দুর্ঘটনার জন্য দুরন্ত গতিকেই কারণ হিসেবে মনে করছেন।

মায়ের কাছ থেকে তিন মাসের শিশুকে নিয়ে গেলেন বাবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনভোগ, ২১ ফেব্রুয়ারি।। তিন মাসের শিশুকে মায়ের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। দুই বছর আগে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে মোহনভোগ ব্লকের একই ভিলেজ এলাকার যুবক-যুবতির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই নাকি নববধূর উপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন শুরু করে দেয়। সেই অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাপের বাড়িতে চলে আসেন ওই বধূ। তিন মাস আগে তার সন্তানের জন্ম হয়। শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। কিন্তু শিশুর মায়ের অভিযোগ, তার স্বামী এবং শাওড়ি জোরপূর্বক সন্তানটিকে নিয়ে গেছে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর দাবি উঠছে ছোট সন্তানটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

এই বিষয়ে সোনা মুড়া থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিশুর মা। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘটনার তদন্ত করেনি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে শিশুর মা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তিনি চাইছেন তার সন্তানকে যেন দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তিন মাসের শিশুটির তার মায়ের কাছে থাকাই সবচেয়ে জরুরি। কারণ, মায়ের কাছে না থাকলে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এলাকাবাসীও চাইছেন শিশুটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যদি নিজেদের মধ্যে কোন বিনিবনা নাও হয় অন্তত শিশুর জন্য তাদের এক সাথে আসা প্রয়োজন।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৯.৯৫০
ভরি : ৫৮.২৭৫

পিস্তল-সহ গ্রেফতার দুই নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পিস্তল এবং নেশা ছেয়ে গেছে মোহনপুর মহকুমা। আবারও পিস্তল-সহ নেশা কারবারি আটকের ঘটনা পুলিশ নিশ্চিত হয়ে গেছে নেশা কারবারিদের হাতে এখন পিস্তল রয়েছে। এগুলি ব্যবহার করতই তারা মজুত রেখেছে। আগরতলা থেকে টিম গিয়ে মোহনপুর মহকুমা এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়। লেফুঙ্গা থানার রাঙ্গুটিয়া এলাকায় রাত আড়াইটা নাগাদ এই অভিযান করেছে পুলিশ। অভিযানে একটি নাইন এমএম পিস্তল-সহ কয়েক লক্ষ টাকার উত্তেজক নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই নেশা কারবারিকেও। তাদের নাম রতন দেব এবং অনুপ দেব। দুজনকেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সোমবার অভিযান নিয়ে মুখ তুলেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়া মাধুরী মজুমদার। অনির্বাক্য দেবকে পাশে বসিয়ে তিনি বলেছেন, রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ নির্দিষ্ট ঘরের ভিত্তিতেই রতন দেবের বাড়িতে অভিযান হয়। অভিযান ৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪০০ ফেনিডিলের বোতল, ২ লক্ষ টাকা ছাড়াও বহু বিলিতি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে। তবে পিস্তলে কোনও গুলি ছিল না। কিভাবে এই পিস্তল পেয়েছে এই নেশা



কারবারিরা তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিকে মোহনপুর মহকুমার রাঙ্গুটিয়া এলাকায় বহুদিন আগে থেকেই নেশা দ্রব্য মজুত করা হচ্ছিল। প্রতিবাদী কলম এনিয় খবরও প্রকাশিত করে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এই ব্যবসা চালায় স্থানীয় থানার পুলিশ। এই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। এই কারণেই আগরতলা থেকে পুলিশের টিম গিয়ে কুখ্যাত নেশা কারবারি রতন এবং অনুপকে আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে লেফুঙ্গা থানায় এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলাও নেওয়া হয়। নেশা কারবারিদের কাছে একটি চার চাকার গাড়িও পেয়েছে পুলিশ। তবে গাড়িটির মালিকানা তাদের নয়।

মৃত্যু হলে শিক্ষামন্ত্রী দায়ী, বিস্ফোরক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের হেফাজতে গুরুতর অসুস্থ এক যুবক। সোমবার ওই যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের মধ্যেই আহত যুবকের ছবি পর্যন্ত তুলে বাধা দেয় পুলিশ। গোপনেই আহত যুবককে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায়

প্রত্যক্ষদর্শীদের জেরার মুখে রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে সিধাই থানার পুলিশ। খুনের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন আহত যুবক সঙ্গয় দেব। রবিবার রাতে দল করায় তাকে এই ধরনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই তার উপর এই দমনপীড়ন চলছে। অত্যাচারের জন্য তিনি চার বছর ধরে বাড়ি ছাড়া। তাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও মোহনপুর এলাকার বিকাশ দাস, সঞ্জিত দাস-সহ কিছু মাকিয়া তাকে হেনস্থা করছে। সিধাই থানায় তুলে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। খুন

সোমবার সকালে তাকে দ্রুত নেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালেই সঙ্গয় জানান, তার মৃত্যু হলে দায়ী থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। শুধুমাত্র বিরোধী দল করায় তাকে এই ধরনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই তার উপর এই দমনপীড়ন চলছে। অত্যাচারের জন্য তিনি চার বছর ধরে বাড়ি ছাড়া। তাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও মোহনপুর এলাকার বিকাশ দাস, সঞ্জিত দাস-সহ কিছু মাকিয়া তাকে হেনস্থা করছে। সিধাই থানায় তুলে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। খুন

করার চক্রান্ত চলছে। কিন্তু থানায় গেলে বিচার পান না। পুলিশ মামলা পর্যন্ত নেয় না। এই পরিস্থিতিতে তিনি কোথায় যাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সঙ্গয়। তিনি জানান, রবিবার তাকে তুলে নিয়ে অন্ধকারে আটকে রাখা হয়। ক্রমাগত অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে, সিধাই থানার পুলিশ গুরুতর অসুস্থ সঙ্গয়কে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। হাসপাতালেই সাংবাদিকরা এই খবর শুনে ছুটে যান। তারা ছবি

তুলতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ বাধা দেয়। হাসপাতালের নাম দিয়ে সাংবাদিকদের ছবি পর্যন্ত মুছে দিতে নির্দেশিকা জারি করে ফেলে। এই সময়ে আইজিও রতন নাথ মুখার্জী খবর পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশকে সাংবাদিকদের বাধা দানের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী কোনও জবাব না দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ।

খপ্পরে ডিএসপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সাইবার অপরাধীদের এবার টার্গেট পুলিশ অফিসাররা। এক আইপিএস অফিসারের পর ছদ্ম ডিএসপি হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়লেন। তার আকাউন্ট ব্যবহার করে অন্যদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। সাইবার পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে এই ডিএসপি এবার দ্বারস্থ হয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। ফেসবুকে পোস্ট করেই সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে যাওয়ার কথাটি জানিয়েছেন এই ডিএসপি। তার নাম দেবাশিশু সাহা। সোমবারই সকালে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করে সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার কথা জানান। এই পোস্ট ঘিরে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। একজন ডিএসপি পর্যায়ের পুলিশ অফিসার যদি সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েও তাদের আটক করতে না পারেন তাহলে সাধারণ নাগরিকদের কি অবস্থা হবে এই ঘটনায় তা পরিষ্কার। জানা গেছে, দেবাশিশু সাহা ফেসবুক আকাউন্ট ব্যবহার করে অনেকের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে। সাইবার অপরাধীরা

দেবাশিশু সাহা পোস্ট ব্যবহার করে একজনকে সিআইএসএফ অফিসারের সব পুরোনো জিনিস বিক্রি করতে চান। এই অপরাধের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন রাজ্য পুলিশের সাইবার শাখা কোনও কাজই করে না। শুধুমাত্র লোক-দেখানো সাইবার পুলিশ বসিয়ে রাখা হয়েছে।

AFFIDAVIT
আমি শ্রীমতি দিপালী চৌধুরী এখন থেকে আমি দিপালী চৌধুরী (পাল) একই ব্যক্তি স্বামীর নাম-দোলন পাল ঠিকানা- নেতাজী পল্লী, শ্রীপল্লী স্কুল বাধারঘাট, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

চিকিৎসা সংবাদ
হ্যালো 9774192162 / 9863051697
প্যারালিসিস, বাত, স্পিন্ডেলোসিস, নার্ভের রোগী, জয়েন্টে ও কোমড়ের ব্যথার রোগীরা উপরের নম্বরে যোগাযোগ করুন সুস্থ হওয়ার জন্য।

JOB VACANCY
Walk in interview for job recruitment. Qualification : Graduate / H.S. (+2) / Madhyamik.
Contact- 7005287713

*** ব্যাস এখন আর দৃষ্টান্ত নয়! ***
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান।
A to Z সমস্যার ১০০% অতি সহজ সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

বাবা অমন জী

সব কিছো সবার ১০০% এটা পর্যন্ত

মেনন চাকুরী, বৃদ্ধাশ্রম, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুমন, সন্তানের চিন্তা, ধর্মশ্রুতি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাছের দ্বারা।

যদি কারো জী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহজর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তত্ত্বমন্ত্র।

বিশিষ্ট এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট বাবা অমন জী। সত্যতার একটিই নাম।

📞 7085264491 / 7085264475
শহর টেমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ
Free সেবা 3 ঘন্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পজন, কর্তব্য, গুপ্তবিন্দু, কলজাদু, মৃতকরণ, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

যত্নে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন বাবা যত্নে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

স্পেশালিস্ট : বশীকরণ, মৃতকরণ, জাদুটোনা, কলজাদু

Contact 9667700474

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787628182

খুচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

Panch Tulsi
Immunity Booster
MRP : 190/-

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।